হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর
আগমন ও চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ

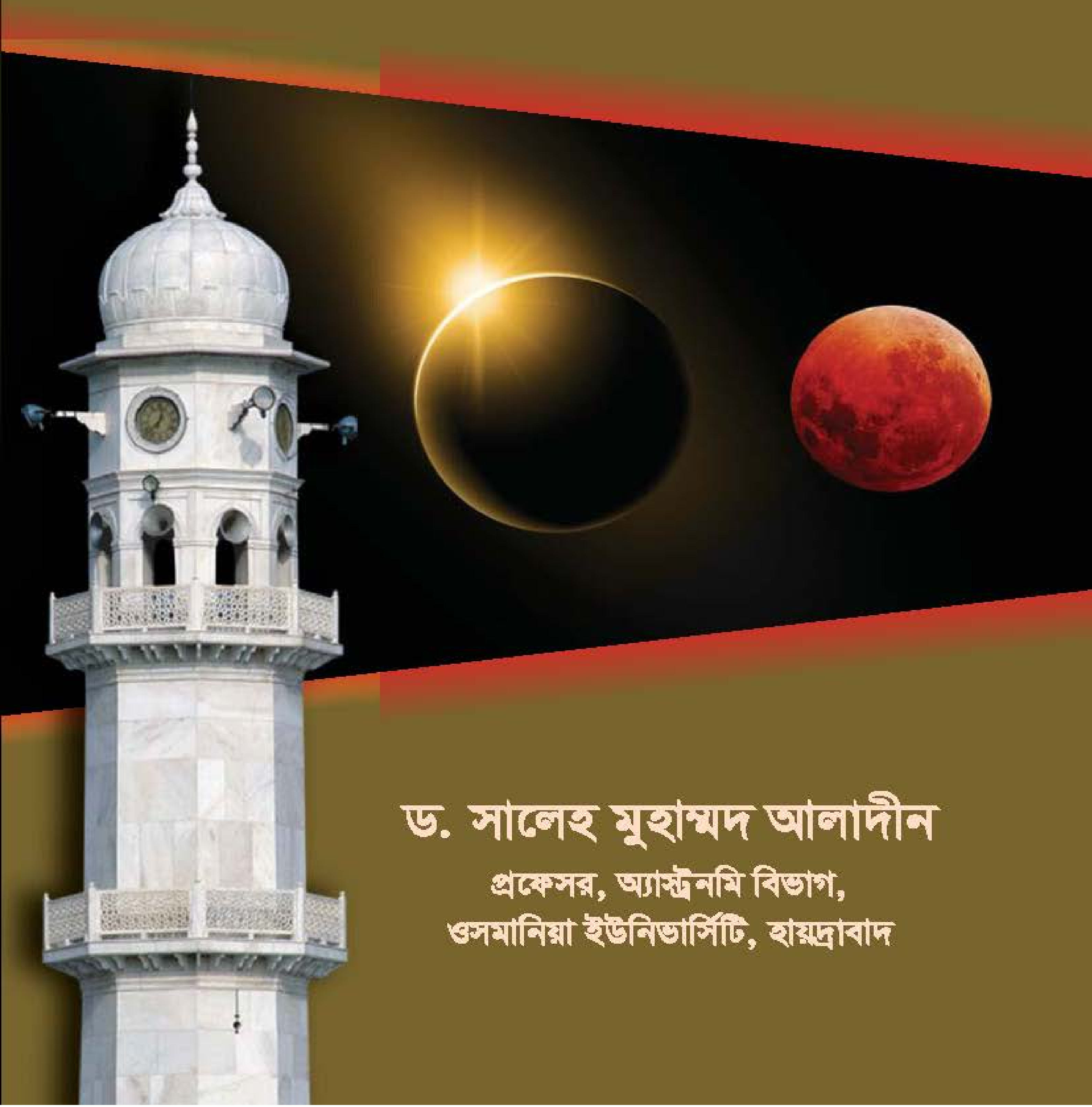

ড. সালেহ মুহাম্মদ আলাদীন
প্রফেসর, অ্যাস্ট্রনমি বিভাগ,
ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি, হায়দ্রাবাদ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর

আগমন ও চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ

ড. সালেহ মুহাম্মদ আলাদীন

প্রফেসর, অ্যাস্ট্রনমি বিভাগ,

ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি, হায়দ্রাবাদ

প্রকাশনায়

নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান, পঞ্জাব

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমন ও চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ

লেখক	ঃ	ড. হাফেয সালেহ্ মুহাম্মদ আলাদীন, প্রফেসর অ্যাস্ট্রনমি বিভাগ, ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি, হায়দ্রাবাদ, ভারত
বঙ্গানুবাদ	ঃ	সিকদার তাহের আহ্মদ
১'ম সংস্করণ	ঃ	মার্চ ২০১৮ (বাংলাদেশ)
বর্তমান সংস্করণ	ঃ	২০২৪ (ভারত)
সম্পাদনা	ঃ	বাংলা ডেস্ক, ভারত
সংখ্যা	ঃ	৫০০
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত, সদর আঞ্জুমান আহ্মদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব
মুদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব

Title	:	Advent of Promised Messiah[as] and Eclipse
Author	:	Dr. Hafiz Saleh Muhammad Alladin, Professor, Department of Astronomy, Osmania University, Hyderabad, India
Translator	:	Shikdar Taher Ahmad
1'st Edition	:	March 2018 (Bangladesh)
Present Edition	:	2024 (India)
Edited by	:	Bangla Desk, India
Copies	:	500
Published by	:	Nazarat Nashr-o-Isha'at Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab
Printed at	:	Fazle Umar Printing Press, Qadian , Gurdaspur , Punjab

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রকাশকের কথা

হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ যুগে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এর সত্যতার এক অসাধারণ নিদর্শন হল একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ঘটনা। দাবিকারকের উপস্থিতিতে ১৮৯৪ সালে সংঘটিত অভূতপূর্ব এই নির্দশনের মাধ্যমে জগদ্বাসী তাঁর সত্যতা চাক্ষুষ করে। মহান এই ঐশী নিদর্শনের পরিপূর্ণতার আলোকে রচিত অনন্য সাধারণ এই পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ সর্বপ্রথম ২০১৮ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়।

প্রকাশনার ছাড়পত্রের সাথে পুস্তকটি কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডন থেকে আমরা পাই। মূল পুস্তকটি অক্ষুণ্ন রেখে নব আঙ্গিকে কম্পোজ করে দিয়েছেন বুশরা হামীদ সাহেবা এবং রিভিউ ও সম্পাদনা করেছেন জনাব রফিকুল ইসলাম এম. এ (বাংলা) মুরুব্বি সিলসিলাহ্ বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান এবং জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এর সদয় অনুমোদনে পুস্তকটির বাংলা সংস্করণ নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'লা পুস্তকটিকে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর সত্যতা অনুধাবনে সহায়ক করে তুলুন। আমিন।

বিনীত

জুন, ২০২৪ ইং

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

بسم الله الرحمن الرحيم

মুখবন্ধ প্রথম সংস্করণ

(বাংলাদেশ, সংক্ষেপিত)

ইমাম মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আবির্ভাবের ও তাঁর সত্যতার এক অসাধারণ ও অভূতপূর্ব নিদর্শন দাবিকারকের উপস্থিতিতে একই রমযানের ১৩ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ ও ২৮ তারিখে সূর্যগ্রহণ ১৮৯৪ সালে এ নিদর্শন প্রকাশিত হয়।

১৯৯৪ সালে এই নিদর্শনের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (রাহ.)-এর নির্দেশনা অনুসারে আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশিষ্ট বুযুর্গ এবং একাধারে প্রথিতযশা জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাফেয প্রফেসর সালেহ মুহাম্মদ আলাদীন তাঁর সহকর্মী প্রফেসর জি. এম. বল্লভ-কে নিয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেন। তাঁদের গবেষণার সারাংশ ১৯৯৪ সালের যুক্তরাজ্য সালানা জলসার বক্তৃতায়, রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স-এ প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে এবং বিস্তারিত ফলাফল তাঁর আরো কতক বক্তৃতা ও প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। তাঁর এ সকল লেখা থেকে সংকলন করে আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের ওয়েবসাইট www.alislam.org- এ The Advent of the Promised Mahdi and the Lunar and Solar Eclipses (প্রতিশ্রুত মাহ্দীর আবির্ভাব এবং চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রাখা হয়েছে, যা এ সংকলনের প্রথম প্রবন্ধ। পরবর্তীতে আহ্মদী বিরোধী কিছু ওয়েবসাইটে ড. ডেভিড ম্যাক্নটন-এর Flaws in the Ahmadiyya Eclipse Theory (গ্রহণ সংক্রান্ত আহ্মদীয়া মতবাদের ত্রুটিসমূহ) শিরোনামে করাচী থেকে প্রকাশিত হামদর্দ ইসলামিকাস জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ তুলে দিয়ে দাবি করা হয় যে,

এতে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রফেসর আলাদীনের প্রবন্ধের খণ্ডন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ইদারা দাওয়াত ও ইরশাদ থেকেও একটি প্রবন্ধ Fraud of the Eclipses (গ্রহণগুলো নিয়ে ধোঁকাবাজি) নামে প্রকাশিত হয়। এ দু'টো প্রবন্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের উত্তর প্রফেসর আলাদীন তাঁর দু'টো প্রবন্ধে দিয়েছেন যেগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে ও দ্বিতীয়টি রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স মে-জুন ১৯৯৯ সংখ্যায় The Truth about Eclipses (গ্রহণ সংক্রান্ত প্রকৃত সত্য) শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

এ তিনটি প্রবন্ধের অনুবাদ করেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী জনাব সিকদার তাহের আহমদ। প্রবন্ধগুলোতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও ধারণাসমূহের বহুল ব্যবহার থাকায় আহ্‌মদীয়া বাংলা ওয়েবসাইটের সমন্বয়কারী জনাব ওয়াসিমুস সালাম ও অনুবাদকের অনুরোধে পুরো অনুবাদ পুনরায় দেখেন ও সম্পাদনা করেন ড. আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক। পুস্তিকা আকারে প্রকাশনার বিষয়টি সমন্বয় ও কিছু সম্পাদনার কাজ করেছেন মাওলানা বশিরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

আল্লাহ্ তা'লা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং পুস্তকটিকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের জন্য ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতা অনুধাবনে সহায়ক করুন।

মোবাশশের-উর-রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ঢাকা
মার্চ, ২০১৮

লেখক পরিচিতি

হাফেয ড. সালেহ মুহাম্মদ আলাদীন ১৯৩১ সালের ৩ মার্চ ভারতের হায়দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১১ সালের ২০ মার্চ অমৃতসরে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন হযরত শেঠ আব্দুল্লাহ্ আলাদীন সাহেবের প্রখ্যাত নাতি এবং একজন ধর্মপ্রাণ আহ্মদী মুসলিম।

প্রফেসর আলাদীন ভারতের একজন প্রখ্যাত আহ্মদী মুসলিম জ্যোতির্বিদ ছিলেন। ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৪ সাল থেকে হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগে (যা সেন্টার ফর এ্যাডভান্স্ড স্টাডিজ ইন এ্যাস্ট্রোনমি নামেও পরিচিত) অধ্যাপনা করেন এবং এক সময়ে সেন্টারটির পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি এর সাথে যুক্ত নিযামিয়া মানমন্দির (যা বর্তমান জপল-রাঙাপুর মানমন্দির নামে পরিচিত)-এর পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৯২ সালে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। প্রফেসর আলাদীন ১৯৮১ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের 'মেঘনাদ সাহা' পদক লাভ করেন। তিনি একাধারে ইন্টারন্যাশনাল এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন, এস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া, প্লাজমা সায়েন্স সোসাইটি অব ইন্ডিয়া, দি ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর জেনারেল রিলেটিভিটি এন্ড গ্রাভিটেশন, ইন্ডিয়া সহ বহু বিজ্ঞানভিত্তিক সংগঠনের সম্মানিত সদস্য ছিলেন। তিনি বিশ্বের বিখ্যাত ১০০ জন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মধ্যে একজন ছিলেন এবং ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম-এর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসিম আহ্মদ সাহেবের ইন্তেকালের পর হযরত

খলিফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) তাঁকে সদর, সদর আঞ্জুমান আহ্মদীয়া কাদিয়ান হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং তিনি আমৃত্যু এ দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমন ও চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ

বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থগুলোতে আখেরি জামানায় একজন মহান সংস্কারকের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলা হয়েছে। আমাদের নেতা ও প্রভু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এক অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলবো যা তাঁর সত্যতা অনুধাবনে একজন সত্যান্বেষীর কাজে আসবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী:

তাঁর আবির্ভাবের নিদর্শন হিসেবে রমযান মাসের নির্দিষ্ট দিনে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হবে।

সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস (হাদিসশাস্ত্রবিদ) হযরত আলী বিন উমর আল-বাগদাদী আদ্-দারকুৎনী (৯১৮-৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ বা ৩০৬-৩৮৫ হিজরী) হযরত ইমাম বকর মুহাম্মদ বিন আলী, পিতা: হযরত ইমাম জয়নুল আবেদিন (রহ.)-এর বরাতে নিম্লোক্ত হাদিসটি অন্তর্ভুক্ত করেন:

"নিশ্চয় আমাদের মাহ্দীর সত্যতার এমন দুইটি লক্ষণ আছে, যাহা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি অন্য কাহারও সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত হয় নাই। একই রমযান মাসে (চন্দ্রগ্রহণের) প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হইবে এবং (সূর্যগ্রহণের) মধ্যম তারিখে সূর্যগ্রহণ হইবে।" [সুনান দারকুৎনী, কিতাবুল ঈদায়েন, অধ্যায়: সালাতুল কসুফুল খুসুফ ওয়া হায়তাহুমা]

শিয়া ও সুন্নী উভয় দিকের বিভিন্ন ফির্কার হাদিস সংকলনগুলোতেই এই হাদিসটি স্থান পেয়েছে। প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীরা তাদের বইয়ে এই হাদিসটির উল্লেখ করেছেন। এসব বইয়ের কয়েকটির নাম বর্ণিত হলো :

১. ফতোয়া হাদিসিয়া- আল্লামা শেখ আহ্মদ
২. ইকমাল-উদ-দীন
৩. বেহারুল আনোয়ার
৪. হেজাজুল কিরামা- নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান
৫. মকতুবাত-এ-ইমাম রব্বানী মুজাদ্দেদ আলফ-এ-সানী
৬. কিয়ামত নামা ফারসী- হযরত শাহ্ রফিউদ্দিন মুহাদ্দিস দেহলভী
৭. আকায়েদুল ইসলাম- মাওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী
৮. ইকতেরাবুস সায়াত- নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান
৯. আহওয়ালুল আখিরাত- হাফিজ মুহাম্মদ লাখোকভী ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনে গ্রহণকে পুনরুত্থানের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে এই হাদিসটি অনেক গুরুত্ব লাভ করেছে। কুরআন মজীদে সূরা আল কিয়ামাতে বলা হয়েছে :

“এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে, এবং সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে একত্রিত করা হইবে।” [সূরা আল কিয়ামা- ৭৫:৯-১০]

এভাবে বলা যায়, এই ভবিষ্যদ্বাণীটির ভিত্তি হচ্ছে কুরআন। আর কুরআনের এই আয়াতগুলোকে ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছে এই হাদিসটি।

বাইবেলের নতুন নিয়মে হযরত ঈসা (আ.) তার দ্বিতীয় আগমনের চিহ্ন হিসেবে বর্ণনা করেন,

“সেই সময়কার কষ্টের ঠিক পরেই সূর্য অন্ধকার হবে, চাঁদ আর আলো দেবে না।” [মথি ২৪: ২৯]

মহাত্মা সুরদাসজী এই ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লেখ করেছেন যে, যখন কল্কি অবতারের আগমন হবে তখন চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে। তিনি লেখেন:

“চন্দ্রে-সূর্যে গ্রহণ লাগবে এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও রক্তপাত হবে”।

শিখদের ধর্মীয় কিতাব শ্রী গুরু গ্রন্থসাহেব-এ আছে,

"যখন মহারাজ নিষ্কলঙ্ক হিসেবে আগমন করবেন তখন সূর্য ও চন্দ্র তাঁর সাহায্য করবে।"

সংক্ষেপে, অন্যান্য ধর্মের কিতাবগুলোতেও চন্দ্র ও সূর্যের নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে। উপরে উদ্ধৃত দারকুৎনীর হাদিসে এর বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে, যার আলোচনা আমরা পরবর্তীতে করবো।

প্রাকৃতিক নিয়মের আলোকে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ

প্রাকৃতিক নিয়মেই চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর প্রতি বার বার দৃষ্টি দিতে বলেছে আল কুরআন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করাটা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। তাহলে এই হাদিসটি বুঝতে সুবিধা হবে। পৃথিবী, সূর্য ও চাঁদ মিলে তিন-বস্তুর এক সিস্টেম গঠন করে। এই সিস্টেমের কথা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে আল কুরআনে নিম্নরূপে :

"পবিত্র তিনি, যিনি সকল বস্তুকে, যাহা যমীন উৎপাদন করে এবং স্বয়ং তাহাদিগকে এবং উহাদিগকেও যাহা তাহারা জানে না; জোড়া জোড়া করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং রাত্রিও তাহাদের জন্য এক নিদর্শন, যাহার মধ্য হইতে আমরা দিনকে পৃথক করিয়া লই, ফলে তাহারা অকস্মাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং সূর্য উহার গন্তব্য স্থানের দিকে দ্রুত বেগে ধাবমান রহিয়াছে, ইহা মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়ম এবং চন্দ্রের জন্য আমরা বিভিন্ন মঞ্জিল নির্ধারিত করিয়াছি, এমন কি উহা খেজুর বৃক্ষের পুরাতন শুষ্ক শাখার ন্যায় প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া আসে। সূর্যের ক্ষমতা নাই যে উহা চন্দ্রকে ধরে এবং রাত্রিরও ক্ষমতা নাই যে উহা দিবসকে অতিক্রম করে এবং উহাদের প্রত্যেকেই আকাশে নিজ নিজ কক্ষপথে অবাধে সন্তরণ করিয়া

চলিয়াছে।” [ইয়াসীন- ৩৬:৩৭-৪১]

আল কুরআনের পাঁচটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে একটি মৌলিক বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা’লা সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে রাত ও দিনের কথা যা পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে। তৃতীয় আয়াতে সূর্যের গতিপথ এবং চতুর্থ আয়াতে চাঁদের গতিপথের কথা বলা হয়েছে। আর পঞ্চম আয়াতে সূর্য, চাঁদ, রাত এবং দিন– সব কিছুই একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, সূর্য এবং চাঁদের পরিক্রমণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি, পৃথিবী এবং চাঁদ একে অপরকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। একবার প্রদক্ষিণ করতে এক মাস লাগে। এই দুটি মিলে একটি জোড়া তৈরি করে। আবার পৃথিবী ও চাঁদ একত্রে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্যকে ঘিরে একবার প্রদক্ষিণ করতে এক বছর লাগে। এভাবে সূর্য ও পৃথিবী-চাঁদ সিস্টেম মিলে একটি জোড়া গঠন করে। সৌর জগতে জোড়ার ভেতরে অসংখ্য জোড়া দেখা যায়। সকল গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে সূর্য গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। এভাবে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে প্রায় ২০ কোটি বছর। আমাদের সূর্যের মতো আমাদের গ্যালাক্সিতে কয়েক হাজার কোটি তারা আছে। এগুলো সবই গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারিদিকে আবর্তন করে থাকে। তবে প্রদক্ষিণের ক্ষেত্রে সবগুলোর সমান সময় লাগে না, কম-বেশি আছে। পবিত্র সেই সত্তা যিনি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।

পৃথিবীকে ঘিরে প্রদক্ষিণের একটি পর্যায়ে চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে চলে আসে এবং এর ফলে যখন সূর্যের আলো চাঁদের বাঁধার কারণে পৃথিবীতে (একটি নির্দিষ্ট অংশে, পুরো পৃথিবীতে নয়) পৌঁছাতে

পারে না, তখন একে সূর্যগ্রহণ বলা হয়। আর যখন চাঁদ ও সূর্যের মাঝে পৃথিবী চলে আসে এবং পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপর পড়ে, তখন তাকে চন্দ্রগ্রহণ বলা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায়, আমরা বলি নতুন চাঁদের (বা অমাবস্যার) সময় সূর্যগ্রহণ হয় আর পূর্ণিমার সময় চন্দ্রগ্রহণ হয়। অমাবস্যার সময় চাঁদ ও সূর্যের দ্রাঘিমাংশ একই থাকে আর বলা হয়ে থাকে যে, চাঁদ সংযোগ (কনজাঙ্কশন) অবস্থায় রয়েছে। প্রতিটি অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতেই গ্রহণ হবে না, কারণ গ্রহণের জন্য সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবীকে একই সরল রেখায় অবস্থান করতে হয়। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর কক্ষপথ এবং পৃথিবীর চারপাশে চাঁদের কক্ষপথ যদি একই সমতলে থাকতো, তাহলে প্রতিমাসে দুইবার করে এগুলো একই সরল রেখায় অবস্থান করতো। আর এভাবে প্রতিমাসে একবার চন্দ্রগ্রহণ হতো এবং একবার সূর্যগ্রহণ হতো। প্রকৃতপক্ষে দু'টি কক্ষপথের সমতলের মাঝে প্রায় পাঁচ ডিগ্রি পার্থক্য রয়েছে। এর ফলে একটি সৌর বছরে সর্বোচ্চ সাত বারের বেশি গ্রহণ হয় না। এর মধ্যে চার বা পাঁচটি সূর্যগ্রহণ এবং তিন বা দুইটি চন্দ্রগ্রহণ। বছরে সর্বনিম্ন দুটি গ্রহণ হতে পারে, আর এই দুটোই সূর্যগ্রহণ। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হলে Spherical Astronomy (গোলকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান)-এর বইপত্র দেখুন।

চাঁদের গতিপথ বেশ জটিল। প্রথমতঃ পৃথিবীর চারপাশে চাঁদ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। এর ফলে, চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব এবং চাঁদের বেগ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পরিবর্তিত হয়। যখন চাঁদ পৃথিবীর নিকটতম হয় তখন বলা হয়ে থাকে যে চাঁদ পেরিজি-তে রয়েছে। পেরিজি-তে পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদের বেগ সর্বোচ্চ হয়। সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের ফলে মহাশূন্যে পেরিজি-র অবস্থান পরিবর্তিত হয়। ফলে কখনো কখনো মাসের প্রথম দিকে চাঁদ দ্রুততর গতিতে চলে আবার কখনো কখনো মাসের শেষের দিকে দ্রুততর গতিতে

চলে। অনুরূপভাবে সূর্যের সাপেক্ষে পৃথিবী-চাঁদ জোড়ার দূরত্ব এবং বেগও মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পরিবর্তিত হয়। যেভাবে পবিত্র কুরআন বলে,

“সূর্য ও চন্দ্র হিসাব মোতাবেক (নিজ নিজ কক্ষপথে) বিচরণশীল রহিয়াছে।” [সূরা আল্‌ রহমান, ৫৫:০৬]

গ্রহণ কখন সংঘটিত হতে পারে তার উপর দূরত্ব ও বেগের পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সংযোগের সময় হিসেবে গণ্য করেন চান্দ্রমাসের শুরুর সময়টিকে। তখন চাঁদ আদৌ দেখা যায় না। ইসলামী বর্ষপঞ্জিতে (হিজরী) মাসের শুরু হয় নতুন চাঁদের প্রথম দর্শনের মাধ্যমে, অর্থাৎ যখন কিনা চাঁদের আকার বা দশা এতোটা বড় দেখা যায় যে খালি চোখে দেখা যায়। প্রথম দিন চাঁদ দেখা যাওয়া নিয়ে যে সমস্যা ও বিতর্ক সেই বিষয়ে অসাধারণ একটি বই লিখেছেন ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস। বইটির নামঃ A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times and Qibla. Published by Berita Publishing, Kuala Lumpur, 1984).

হিজরী পঞ্জিকা অনুসারে চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হতে পারে। আর সূর্যগ্রহণ হতে পারে ২৭, ২৮ এবং ২৯ তারিখে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার কথা ছিল একই রমযান মাসের প্রথম রাতে এবং সূর্যগ্রহণ হওয়ার কথা ছিল মধ্যম দিনে। এতে ১৩ই রমযান চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৮শে রমযান সূর্যগ্রহণের জন্য নির্ধারিত হয়।

হাদিসটিতে চাঁদকে ‘কমর’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘হেলাল’ নয়। চান্দ্র মাসের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাতের চাঁদকে ‘হেলাল’ বলা

হয়। পক্ষান্তরে, চতুর্থ রাত থেকে চাঁদকে ‘কমর’ বলে উল্লেখ করা হয় [আকরাবুল মোয়ারিদ, ২য় খণ্ড]। এভাবে, হাদিসে ‘কমর’ শব্দের ব্যবহারও এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে যে, রমযান মাসের প্রথম রাত বলতে ১৩ই রমযান বোঝানো হচ্ছে, ১লা রমযান নয়। ফলে এতে কোনো দ্ব্যর্থকতার আর সুযোগ থাকে না।

প্রতিশ্রুত মাহদী (আ.)-এর আগমন
এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীটির পরিপূর্ণতা

উল্লিখিত হাদিসটি কীভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে সেটা এখন বর্ণনা করবো।

হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আ.) ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত পবিত্র ব্যক্তিসত্তার অধিকারী ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইসলামের উপর বিরুদ্ধবাদীদের তীব্র ও প্রচণ্ড আক্রমণসমূহ এবং মুসলমানদের আধ্যাত্মিক দূরাবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। ইসলামের সেবায় তিনি আত্মোৎসর্গ করেন এবং বিশ্বের আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি অত্যন্ত কাতরভাবে দোয়া করেন। ১৮৮০ থেকে ১৮৮৪ সময়কালে চার খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর যুগান্তকারী রচনা ‘বারাহীনে আহ্মদীয়া’ এক মহাকীর্তি যাতে ইসলামের সত্যতা এবং কুরআন ও হযরত রসূল করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব আলোচিত হয়েছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আ.) এর ইলহাম লাভের শুভ সূচনা হয় ১৮৭৬ সনে এবং এ ধারা ১৯০৮ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ঐশী সংস্কারক হিসেবে নিযুক্তি-সংক্রান্ত প্রত্যাদেশমূলক ওহী সর্বপ্রথম তিনি লাভ করেন ১৮৮২ সনে আর তা নিম্নরূপ:

“হে আহ্মদ! আল্লাহ্ তোমাকে অনুগ্রহ করেছেন। হে আহ্মদ! এটা তুমি নিক্ষেপ করো নি, বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন। রহমান খোদা তোমাকে কুরআন শিখিয়েছেন যেন তুমি তাদেরকে সতর্ক করতে পারো যাদের পূর্বপুরুষদের সতর্ক করা হয় নি। আর অপরাধীরা যেন চিহ্নিত ও আলাদা হয়ে যায়। তুমি বলো, আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।” [বারাহীনে আহ্মদীয়া, তৃতীয় খণ্ড]

তিনি নিম্নোক্ত ওহীও লাভ করেন:

“তাদেরকে বলে দাও, আমার সঙ্গে আল্লাহ্র সাক্ষ্য রয়েছে, তবে তোমরা কি বিশ্বাস করবে? তাদেরকে বলে দাও, আমার সঙ্গে আল্লাহ্র সাক্ষ্য রয়েছে, তবে তোমরা কি আত্মসমর্পণ করবে?” [বারাহীনে আহ্মদীয়া, তৃতীয় খণ্ড]

এই ঐশী নির্দেশ অনুসারে তিনি হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি করেন। এরপর ঐশী নির্দেশক্রমে ১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ লুধিয়ানায় তিনি বয়া'ত গ্রহণ শুরু করেন। এভাবে আহ্মদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত আলহাজ্ব হাফিয মাওলানা হাকীম নূরুদ্দিন (রা.), যিনি পরবর্তীকালে তাঁর প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন, প্রথম বয়া'ত করার সম্মান লাভ করেন। সেই দিন চল্লিশ জন প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.) এর হাতে বয়া'ত করেন এবং দৃঢ় অঙ্গীকার করেন যে, তাঁরা ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেবেন।

১৮৯০ সালের শেষের দিকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জানান যে, হযরত ঈসা নবী (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনের যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল সেটি পরিপূর্ণ হবে ঈসা-সদৃশ এক ব্যক্তির মাধ্যমে, আর তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)। এ সম্পর্কিত যে ওহী-ইলহামগুলো তিনি লাভ করেন তার মধ্যে একটি ছিল:

“আল্লাহ্‌র নবী মসীহ্, ঈসা ইবনে মরিয়ম মৃত্যু বরণ করেছেন এবং তাঁর পোশাকে, তাঁর গুণাবলী নিয়ে ঐশী অঙ্গীকার অনুসারে তুমি আগমন করেছো। আর আল্লাহ্‌র ওয়াদা অবশ্যই রক্ষা করা হয়ে থাকে।” [তাযকিরা]

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ ব্যাখ্যা লাভ করার পর হযরত আহ্মদ (আ.) ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে সেই মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী হওয়ার দাবি করেন যার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। হযরত মির্যা সাহেব (আ.) তাঁর দাবির সমর্থনে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেন এবং ফতেহ ইসলাম (ইসলামের বিজয়), তৌযীহে মরাম (লক্ষ্যবস্তুর বিশ্লেষণ) এবং ইযালায়ে আওহাম (সন্দেহের নিরসন) বইগুলো রচনা করেন। তিনি দাবির সাথে বলেন যে, আল্লাহ তা'লা মানুষের মাঝে আধ্যাত্মিক জীবন সঞ্চারের জন্য তাঁকে প্রেরণ করেছেন। সমসাময়িক মোল্লারা তাঁর দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং তিনি চরম বিরোধিতার এক তুফানের মুখোমুখি হন।

১৮৯৪ সালের প্রথম ভাগে প্রকাশিত তাঁর আরবিতে রচিত বই **‘নূরুল হক’** (সত্যের আলো) এর প্রথম খণ্ডে প্রতিশ্রুত মাহ্দী হযরত আহ্মদ (আ.) নিম্নোক্ত বিনীত প্রার্থনা করেন :

“ফয়সালা কর আমার এবং আমার জাতির মধ্যে সত্য সহকারে, কেননা তুমিই উৎকৃষ্ট মীমাংসাকারী। হে খোদা! আসমান থেকে আমার জন্য তোমার সাহায্য বর্ষণ করো, তোমার বান্দাকে এ প্রতিকুলতার সময়ে সাহায্য করো।” [রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬]

তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলোর মধ্যে এটিও একটি অভিযোগ ছিল যে, রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি। তখন আল্লাহ্ তা'লা এই আসমানী নিদর্শন প্রকাশ করলেন। ১৩১১ হিজরী (ইংরেজি ১৮৯৪)-এর রমযান মাসে হাদিসে উল্লিখিত

ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে নির্ধারিত দিন-তারিখে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রহণ কাদিয়ান থেকে দেখা গেছে। এভাবে মহান আল্লাহ্ তা'লার এক অসাধারণ নিদর্শন প্রকাশিত হয়। ১৩ রমযান (২১ মার্চ, ১৮৯৪) সূর্যাস্তের পর চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং ২৮ রমযান (৬ এপ্রিল ১৮৯৪), শুক্রবার সূর্যগ্রহণ হয়। বর্ষপঞ্জি বা পঞ্জিকাগুলো ছাড়াও সেই সময়ে ভারতবর্ষের সংবাদপত্র 'আজাদ পত্রিকা' ও 'সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট'-এ এই গ্রহণের সংবাদ প্রকাশিত হয়। এখনও (খ্রিস্টাব্দের হিসেবে) এ গ্রহণগুলোর তারিখ Oppolzer's Canon of Eclipses by Prof. T.R Von Oppolzer, Dover Publications New York, 1962 Ges Nautical Almanac, London of 1894 থেকে যাচাই করে দেখার সুযোগ রয়েছে। চাঁদের অবস্থানের ভিত্তিতে পরিচালিত হিসাব-নিকাশ থেকে দেখা যায় যে, চান্দ্র মাসের হিসেবে এই গ্রহণ দুটির তারিখ ছিল ১৩ এবং ২৮ রমযান।

১৩১১ হিজরীতে (মার্চ-এপ্রিল ১৮৯৪) সংঘটিত গ্রহণ দু'টির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এই আসমানী নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পরপরই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.) 'নূরুল হক' (সত্যের আলো) বইটির দ্বিতীয় খণ্ড লেখেন, যার মূল বিষয় ছিল মহানবী (সা.)-এর চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত হাদিসে উল্লিখিত অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীটির আক্ষরিক পরিপূর্ণতার এক অত্যন্ত প্রাঞ্জল আলোচনা। এতে তিনি বিভিন্ন ওহী-ইলহামের আলোকে ব্যাখ্যা করেন যে হাদিসটির সঠিক অর্থ এই যে, মাহ্‌দীর যুগে চন্দ্রগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট তিনটি রাতের প্রথম রাত্রিতে, অর্থাৎ ১৩ রমযান চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং সূর্যগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট তিন দিনের মধ্যে মধ্যম দিনে অর্থাৎ ২৮ রমযান সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) গ্রহণের বেশ কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা এই নিদর্শনটিকে অত্যন্ত

তাৎপর্যবহ করে তোলে। তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, হাদিসে উল্লিখিত প্রথম এবং মধ্যম শব্দ দু'টি দুইভাবে পূর্ণ হয়েছে : তারিখের ভিত্তিতে এবং সময়ের ভিত্তিতে। তিন রাত্রির মধ্যে শুধু প্রথম রাতেই চন্দ্রগ্রহণ হয় নি, বরং কাদিয়ানে রাতের প্রথম অংশেই চন্দ্রগ্রহণ দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এভাবে সূর্যগ্রহণও শুধু নির্ধারিত দিনগুলোর মধ্যম দিনেই হয় নি, বরং কাদিয়ানে সূর্যগ্রহণ হয়েছে দুপুরের পূর্বভাগে (অর্থাৎ দিনের মধ্যভাগে)। এটি সকালের শুরুতেই সংঘটিত হয় নি এবং মধ্যাহ্নের কিছুক্ষণ আগে এটি সমাপ্ত হয়। হাদিসে উল্লিখিত নিসফ শব্দটির আরেকটি অর্থ হয় অর্ধেক। কলকাতা স্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুসারে ভারতে চন্দ্রগ্রহণ দৃশ্যমান ছিল সন্ধা ৭টা থেকে ৯.৩০ পর্যন্ত এবং সূর্যগ্রহণ দৃশ্যমান ছিল সকাল ৯ টা থেকে ১১টা পর্যন্ত।

আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রাপ্ত ওহী-ইলহামের সহায়তায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই হাদিসটির গভীরতর তাৎপর্যের উপর নিম্নরূপ আলোকপাত করেন:

"সুতরাং 'চন্দ্রগ্রহণ রমযানের প্রথম রাতে সংঘটিত হবে' বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রকৃত অর্থ হবে যে, এটি তিনটি পূর্ণিমা রাতের প্রথমটিতে সংঘটিত হবে এবং আপনারা জানেন পূর্ণিমা রাতের ব্যাখ্যা কী। এছাড়াও সেখানে একটি ইঙ্গিত দেয়া আছে যা ধীমান ব্যক্তির নিকট স্পষ্ট হবে যে, যখন প্রথম পূর্ণিমা রাতে চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হবে, এটি রাতের প্রথমভাগে সংঘটিত হবে এবং (রাতের) কিছু সময় পার হয়ে যাওয়ার পর নয় এবং সেভাবেই চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে, যা এদেশের বহু লোকে অবলোকন করেছে।" [নূরুল হক, দ্বিতীয় খণ্ড]

সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে তিনি লেখেন:

"সূর্যগ্রহণ মধ্যভাগে হবে, একথাটি দ্বারা বোঝায় যে, সূর্যগ্রহণ এমনভাবে সংঘটিত হবে যে, এটি গ্রহণের দিনকে দুই অর্ধাংশে ভাগ

করবে। এটি গ্রহণের নির্ধারিত দিনের দ্বিতীয় দিনে সংঘটিত হবে এবং এর সময় দিনের প্রথম অর্ধাংশকে অতিক্রম করবে না, কারণ সেটি অর্ধাংশের সীমা। সুতরাং যেভাবে সর্বশক্তিমান খোদা চেয়েছিলেন, চন্দ্রগ্রহণ প্রথম রাতে সংঘটিত হবে, সেই ভাবেই তিনি আরো নির্ধারণ করেছিলেন যে সূর্যগ্রহণ গ্রহণের নির্ধারিত দিনগুলোর 'অর্ধেক' দ্বারা নির্দেশিত সময়ে সংঘটিত হবে। সুতরাং যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল সেভাবেই সংঘটিত হয়েছিল এবং সর্বশক্তিমান খোদা তার গুপ্ত রহস্য কারো কাছে প্রকাশ করেন না, শুধু তাদের কাছেই করেন, যাদেরকে তিনি বিশ্বের সংশোধনের জন্য বেছে নেন। সুতরাং এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই হাদিসটি সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ হতেই বর্ণিত হয়েছে।" [নূরুল হক, দ্বিতীয় খণ্ড]

এখানে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ দুটোই ভারত থেকে দেখা গেছে। পৃথিবী পৃষ্ঠের অর্ধেকেরও বেশি অঞ্চল থেকে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যেতে পারে। তবে, সূর্যগ্রহণ এতো বড় এলাকা জুড়ে দেখা যায় না। এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, সূর্যগ্রহণ শুধুমাত্র জনবিরল কোনো স্থান বা কোন মহাসাগর থেকে দৃশ্যমান হয়। ১৮৯৪ সালের ৬ এপ্রিলের সূর্যগ্রহণ ভারতসহ এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দেখা গিয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ১২০৮ সাল থেকে ২১৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে সমস্ত চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে এবং হবে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বর্ণনা করেছেন প্রফেসর টি. আর. ভন. অপলজার (T.R. Von Oppolzer) তাঁর Canon of Eclipses বইয়ে। মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য সূর্যগ্রহণগুলো, অর্থাৎ এ্যানুলার, এ্যানলার-টোটাল ও টোটাল (পূর্ণ) গ্রহণগুলোর পথ বর্ণনা করেছেন। ১৮৯৪ সালের ৬ এপ্রিলের সূর্যগ্রহণের বিবরণ Oppolzer এর ম্যাপে (চার্ট ১৪৮) স্থান পেয়েছে। ১৮৯৪ সালের Nautical Almanac-এও এই গ্রহণটির

বিবরণ একটি ম্যাপের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুটি তথ্যসূত্রেই দেখা যায় যে, উল্লিখিত গ্রহণ দুটির গতিপথ ভারতের উপর দিয়ে গিয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আর তাঁর সাহাবীরা (রা.) কাদিয়ানে এই গ্রহণ দেখেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মানুষের উচিত এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যে, এই নিদর্শন তাঁর (আ.) নিজের দেশে প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি লেখেন :

"হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, তোমরা চিন্তাভাবনা করো। তোমরা কি এটা মনে করো যে, মাহ্‌দী আরবের কোনো দেশে বা সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করবে আর তার নিদর্শন প্রকাশিত হবে আমাদের দেশে? তোমরা জানো যে, আল্লাহ্‌র হিকমত এমন করে না যে, যার উদ্দেশ্যে এই আসমানী নিদর্শন দেখানো হচ্ছে, তা তার অঞ্চল থেকে ভিন্ন কোথাও দেখানো হবে। তাহলে এটা কীভাবে সম্ভবপর যে, মাহ্‌দী আসবে পূর্ব অঞ্চলে আর নিদর্শন প্রদর্শিত হবে পশ্চিম অঞ্চলে? আর তোমাদের জন্য তো এতোটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত যদি তোমরা সত্যিকারের সত্যান্বেষী হও।" [নূরুল হক, দ্বিতীয় খণ্ড]

সংক্ষেপে, আমাদের নেতা ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি চমৎকারভাবে অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

"... সুতরাং অতিশয় বরকতময় সেই আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টিকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।" [আল মু'মিনুন, ২৩:১৫]

খ্রিস্টীয় ১৭ (সতের) শতকে স্যার আইজ্যাক নিউটন অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ বলের সূত্র আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের আগে গ্রহণের বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু আমাদের নেতা ও প্রভু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এমনই বিস্ময়কর এক ভবিষ্যদ্বাণী

করেছেন যে, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র তরফ থেকে না জেনে সেই যুগে তার পক্ষে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা কোনোভাবেই সম্ভবপর ছিল না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের চিহ্ন হিসেবে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট আসমানী নিদর্শন আমি আর ভাবতে পারি না।

ভবিষ্যদ্বাণীটির পরিপূর্ণতায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শোকরানা প্রকাশ

হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা দেখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অত্যন্ত অভিভূত হন। এই অসাধারণ নিদর্শন দেখে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরপুর চিত্তে আরবি ভাষায় তিনি একটি কবিতা লেখেন। এর কিছু পংক্তির বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ ঃ

হে ভাই সকল, তোমাদের জন্য মহা সুসংবাদ!
হে বন্ধুসকল, তোমাদেরকে অভিনন্দন।

আল্লাহ্ তা'লার অপার করুণার ঝলক প্রকাশিত হয়েছে, আর সত্য পথ প্রতিভাত হয়েছে তার জন্য যার দেখার মত দু'টো চোখ আছে।

আর আমাদের নেতা সৃষ্টির সেরা, নবীজি (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ কর তা এত সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে যার মাঝে কোন কলুষ নেই।

আজ সকল অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোক কাঁদছে পরম করুনাময়ের
অযাচিত অসিম দানশীল খোদার অপার দয়া প্রত্যক্ষ করে।

আর আমাদের নবীজি (সা.)-এর জ্যোতির সত্যায়ণকারী রূপে আর
পরম দাতা খোদার অনুগ্রহরাজির মহিমা কীর্তন করে।

আজ প্রত্যেক বিচক্ষণ বয়া'তকারী ঈমানের পর ঈমান লাভ করে
সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে।

এটি একটি দীর্ঘ কবিতা যা শেষ হয়েছে এভাবে :

হে প্রভু! তোমার প্রিয় সেই মুহাম্মদের দোহাই, তুমি এতে বরকত দাও। যিনি মহা সম্মানিতদের শিরোমণি আর মনোনিতদের নির্যাস।

১৩১২ হিজরীতে (মার্চ ১৮৯৫) দ্বিতীয় দফা গ্রহণ

আরো একটি হাদিসে বলা হয়েছে:

"মাহ্দীর আগমনের আগে রমযান মাসে দুইবার সূর্যগ্রহণ হবে।" [মুখতাসার তাজকিরা আল-কুরতুবী, পৃষ্ঠা: ১৪৮, আলকুতুবুর্ রব্বানী শেখ আব্দুল ওয়াহাব শিরানি]

এর পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে আবারো রমযান মাসেই চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ঘটে। ইংরেজি পঞ্জিকা অনুসারে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণদ্বয়ের তারিখ ছিল যথাক্রমে ১১ মার্চ এবং ২৬ মার্চ, ১৮৯৫। এই গ্রহণ দুটি সংঘটিত হয়েছে পাশ্চাত্যে। এগুলো কাদিয়ান থেকে দৃশ্যমান ছিল না কিন্তু যখন এই গ্রহণ দুটি সংঘটিত হয়েছে তখন কাদিয়ানে তারিখ ছিল ১৩ এবং ২৮ রমযান। স্থানভেদে কোনো গ্রহণের তারিখ ভিন্ন হতে পারে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই গ্রহণ দুটি সম্পর্কেও লিখেছেন তার হাকীকাতুল ওহী পুস্তকে। তিনি লেখেন :

"যেরূপে অন্য একটি হাদিসে বর্ণনা করা হইয়াছে তদ্রূপে এই গ্রহণ রমযানে দুইবার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। প্রথমে এই দেশে ও দ্বিতীয়বার আমেরিকায় হইয়াছে এবং দুইবারই একই তারিখে হইয়াছে। যেহেতু এই গ্রহণের সময় প্রতিশ্রুত মাহ্দী হওয়ার দাবিকারক আমি ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কেহ ছিল না এবং আমার ন্যায় অন্য কেহ এই গ্রহণকে নিজের মাহ্দী হওয়ার নিদর্শন সাব্যস্ত করিয়া শত শত বিজ্ঞাপন এবং উর্দু, ফার্সি ও আরবি পুস্তক পৃথিবীতে প্রকাশ করে নাই, সেহেতু এই আসমানী নিদর্শন আমার জন্য নির্ধারিত হইল। এই ব্যাপারে দ্বিতীয়

প্রমাণ এই যে, এই নিদর্শন প্রকাশের ১২ বৎসর পূর্বে খোদা তা'লা ইহা সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, এইরূপ নিদর্শন প্রকাশিত হইবে। এই নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে এই সংবাদ বারাহীনে আহ্‌মদীয়া পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট প্রকাশ করা হইয়াছিল।" [হাকীকাতুল ওহী, প্রথম বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ১৫৯]

রমযান মাসে বহুবার চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে– আপত্তির জবাব

আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, এর আগে বহুবার রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তাই প্রত্যাদিষ্ট কোনো ব্যক্তির সত্যতার প্রমাণ হিসেবে এই মানদণ্ড যৌক্তিক হতে পারে না। হ্যাঁ, এটা সত্য যে, এর আগে বহুবার একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, উল্লিখিত হাদিসটিতে সুনির্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যদ্বাণীটির আরো গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, গ্রহণের সময়ে প্রত্যাদিষ্ট দাবিকারকের বিদ্যমান থাকার বিষয়টি। এই শব্দগুলো **'লাম তাকূনা মুন্‌যু খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌দ'** [যাহা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত প্রদর্শিত হয় নি] হাদিসে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছে যে হাদিসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

এছাড়া, এই ভবিষ্যদ্বাণীটির পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে দাবিকারকের বিদ্যমান থাকাটাও একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। হাদিসে বর্ণিত শব্দ 'মাহ্‌দীয়েনা' [আমাদের মাহ্‌দী] থেকে এটা পরিষ্কার যে, এই নিদর্শন মাহ্‌দীর সত্যতা প্রকাশে সাহায্যকারী হিসেবে প্রকাশিত হবে। তাই, কোনো প্রত্যাদিষ্ট দাবিকারকের অনুপস্থিতিতে সংঘটিত এই জাতীয় গ্রহণ কোনো তাৎপর্য বহন করে না।

হাদিসে বর্ণিত **'লাম তাকূনা মুন্‌যু খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌দ'**

[যাহা আকাশ-মন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত অন্য কাহারও সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত হয় নি] - এই কথাগুলো থেকে বোঝা যায়, কোনো প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির সত্যতার নিদর্শন হিসেবে এই নিদর্শন এর আগে কখনো প্রদর্শিত হয় নি। এর দ্বারা এটা বোঝায় না যে, এই ধরনের গ্রহণ আগে কখনো হয় নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

"বিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত রমযান মাসে কতবার চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে সেটি নিয়ে আমরা চিন্তিত নই। আমাদের উদ্দেশ্য এতটুকু উল্লেখ করা-ই যে, এই বিশ্বে মানব সৃষ্টির পর থেকে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ নিদর্শন হিসেবে সংঘটিত হয়েছে শুধুমাত্র আমার যুগে, আমার জন্য। আমার আগে, এ রকমটি কখনো হয় নি যে, একদিকে কোনো ব্যক্তি নিজেকে মাহ্দী মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক) দাবি করেছেন আর তখন রমযান মাসে, নির্ধারিত দিনক্ষণে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে এবং সেই দাবিকারক গ্রহণের এই ঘটনাকে তার দাবির সমর্থনে নিদর্শন হিসেবে পেশ করেছেন। দারকুৎনির এই হাদিসটি আদৌ বলে না যে, এর আগে কখনো চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ হয় নি। বরং এটি পরিষ্কার ভাষায় বলে যে, এ ধরনের গ্রহণের ঘটনা নিদর্শন হিসেবে সংঘটিত হয় নি। কারণ, 'লাম তাকূনা' শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে যা স্ত্রী লিঙ্গ (মুয়ান্নাস)। এর মানে হল, এ ধরনের নিদর্শন আগে প্রকাশিত হয় নি। যদি এটা বোঝানো হতো যে, এ ধরনের গ্রহণ এর আগে কখনো সংঘটিত হয় নি, তাহলে 'লাম ইয়াকূনা' শব্দ ব্যবহৃত হতো, যেটি কিনা পুং লিঙ্গ (মুযাক্কার)। সেক্ষেত্রে 'লাম তাকূনা' শব্দ ব্যবহৃত হতোই না, কারণ এটি স্ত্রী লিঙ্গ। এথেকে এটি পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই শব্দটি দিয়ে দুটি নিদর্শনকে নির্দেশ করা হচ্ছে, কারণ নিদর্শনসূচক শব্দটি [আয়াতাইন] স্ত্রী লিঙ্গের। অতএব, কেউ যদি ভাবে, চন্দ্রগ্রহণ ও

সূর্যগ্রহণ এর আগে বহুবার সংঘটিত হয়েছে, এটি তার দায়দায়িত্ব যে, সেই মাহ্‌দী দাবিকারককে উপস্থিত করা, যিনি চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণকে তার সমর্থনে নিদর্শন হিসেবে পেশ করেছেন এবং এই প্রমাণটি নিশ্চিত ও চূড়ান্ত করতে হবে। আর এটি তখনই সম্ভব হবে যদি দাবিকারকের একটি বই পেশ করা হয় যিনি নিজেকে মাহ্‌দী মাওউদ দাবি করেছেন এবং লিখেছেন যে, রমযান মাসে যে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে তা দারকুৎনির সেই হাদিসের তারিখ অনুসারে হয়েছে এবং এটি তার সত্যতার নিদর্শন। সংক্ষেপে, আমরা শুধুমাত্র চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হওয়া নিয়ে মোটেও চিন্তিত নই, যদি তা হাজার বারও সংঘটিত হয়ে থাকে। নিদর্শন হিসেবে দাবির সময়ে এটি সংঘটিত হয়েছে শুধুমাত্র একবার এবং হাদিসটির শুদ্ধতা ও সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে মাহ্‌দীর দাবির সময়ে পূর্ণতার মধ্য দিয়ে।" [চশমায়ে মা'রেফত, পৃষ্ঠা: ৩১৫]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেন:

"বস্তুতঃ আদমের পর থেকে আজ পর্যন্ত এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী আর কেউ করতে পারেনি। এই ভবিষ্যদ্বাণীর চারটি বিশেষত্ব হল : (১) গ্রহণের প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হওয়া, (২) গ্রহণের মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হওয়া, (৩) রমযান মাসে সংঘটিত হওয়া এবং (৪) দাবিকারকের উপস্থিতি, যাকে ইতোমধ্যে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণীর মাহাত্ম্যকে যদি অগ্রাহ্য করা হয়, তাহলে পৃথিবীতে এর সমমানের কিছু দেখাও এবং সমমানের কিছু না পাওয়া পর্যন্ত, এই ভবিষ্যদ্বাণী অন্য সকল ভবিষ্যদ্বাণীর চেয়ে এগিয়ে থাকবে 'ফালা ইউযহেরু আলা গাইবেহী আহাদা' [আর তিনি কাউকে তাঁর অদৃশ্য জগতের কর্তৃত্ব দান করেন না। ৭২:২৭] প্রযোজ্য। কারণ, এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, আদম হতে এ পর্যন্ত এর সমমানের আর কিছুই নেই।" [তোহফায়ে গোলড়ভিয়া, পৃষ্ঠা: ২৯]

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর চ্যালেঞ্জ

অন্য কোনো দাবিকারকের সমর্থনে এ রকম নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে– এটা যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে তবে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন বলে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)। তিনি (আ.) বলেন :

"আল্লাহর রসূল (সা.)-এর হাদিস অস্বীকারে তোমরা ভয় পাচ্ছ না, যদিও এর সত্যতা প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত? তোমরা কি ইতোপূর্বে এর সমমানের একটি নিদর্শনও দেখাতে পার? তোমরা কি কোনো বইতে পড়েছ যে, কেউ সর্বশক্তিমান খোদার পক্ষ থেকে আসার দাবি পেশ করলো এবং তারপর তার সময়ে রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হলো, যা তোমরা এখন দেখছো? যদি তোমাদের জানা থাকে তবে তা বর্ণনা কর এবং যদি দেখাতে পার তবে এক হাজার রুপি পুরস্কার দেওয়া হবে। সুতরাং, প্রমাণ করো এবং পুরস্কার গ্রহণ করো। আমি সর্বশক্তিমান খোদাকে সাক্ষী মানছি। আর যদি তোমরা প্রমাণ করতে না পার এবং তোমরা কখনই তা প্রমাণ করতে পারবে না, তাহলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের জন্য যে আগুন তৈরী হয়েছে তা থেকে নিজেকে রক্ষা করো।" [নূরুল হক, দ্বিতীয় খণ্ড]

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর কসম

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কসম খেয়ে বলেন, তিনি প্রতিশ্রুত ঐশী সংস্কারক এবং চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ তার জন্যই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেন:

"আমার যুগেই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হইয়াছে। আমার যুগেই সহীহ হাদিস, কুরআন শরীফ ও পূর্বের কিতাবসমূহ অনুযায়ী

দেশে প্লেগ আসিয়াছে। আমার যুগেই নতুন বাহন, অর্থাৎ রেলগাড়ির প্রবর্তন হইয়াছে। আমার যুগেই আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ভয়ঙ্কর ভীতি-প্রদ ভূমিকম্প আসিয়াছে। তাহা হইলে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে দুঃসাহস প্রদর্শন না করা কি তাকওয়ার দাবি ছিল না? দেখ! আমি খোদা তা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, আমার সত্যায়নে হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে ও ভবিষ্যতে হইতে থাকিবে। যদি ইহা মানুষের পরিকল্পনা হইত তবে তাঁহার এতখানি সাহায্য ও সমর্থন কখনো পাওয়া যাইত না।" [হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা: ৪৫]

তিনি আরো বলেন:

"আমি আবারো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং আমিই সেই ব্যক্তি যার কথা নবীগণ বলে গেছেন। আমার সম্পর্কে এবং আমার যুগ সম্পর্কে তৌরাত, ইঞ্জিল এবং পবিত্র কুরআনে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আকাশে গ্রহণ সংঘটিত হবে এবং পৃথিবীতে ভয়াবহ প্লেগের প্রাদুর্ভাব হবে।" [দাফেউল বালা, পৃষ্ঠা: ১৮]

তিনি আরো বলেন:

"আমি সেই আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তিনি আকাশে এই নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন আমার সত্যতার সমর্থনে। আর তিনি এটি সেই সময়ে ঘটিয়েছেন যখন মৌলবিরা আমাকে দাজ্জাল, কায্যাব (মহা মিথ্যুক), কাফের এবং এমনকি সবচেয়ে বড় কাফের বলছিল। এটি সেই নিদর্শন যার সম্পর্কে বিশ বছর আগে আমাকে বারাহীনে আহ্‌মদীয়ায় ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে, 'তুমি বলে দাও, আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য রয়েছে, তোমরা কি এটা বিশ্বাস করবে? নাকি করবে না? তুমি বলে দাও,

আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য রয়েছে, তোমরা কি এটা গ্রহণ করবে? নাকি করবে না?' এটা মনে রাখা দরকার, আমার দাবির সত্যতা প্রতিপাদনে যদিও আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বহু সত্যতার নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে, শত শত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে যেসবের লাখো ব্যক্তি সাক্ষী রয়েছে। কিন্তু এই ঐশী বাণীতে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ, আমাকে এমন নিদর্শন প্রদান করা হবে যা ইতোপূর্বে আদমের যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আর কাউকে প্রদান করা হয় নি। বস্তুত পবিত্র কা'বা শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, এই নিদর্শন ছিল আমার দাবির সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে।" [তোহফায়ে গোলড়ভিয়া, পৃষ্ঠা: ৫৩]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কবিতার মাধ্যমে আবেদন করেন:

"মাহ্দী এসে রক্তপাত করবে এটা ভাবা
কাফেরদের হত্যার মাধ্যমে ধর্মকে বিজয়ী করা
হে অজ্ঞ লোকেরা, এই ধারণা পুরোপুরিই ভুল।
এসবই অপবাদ ও ভিত্তিহীন, এগুলো ঘটবে না।
হে আমার প্রিয়গণ, যে আসার সে তো এসে গেছে
এমনকি চাঁদ-সুরজও তার সত্যতা প্রতিপাদন করেছে।"

হযরত ইমাম বাকের মুহাম্মদ বিন আলী (রা.) নিম্নলিখিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন :

"আমাদের মাহ্দীর জন্য দুইটি নিদর্শন নির্ধারিত আছে। আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর এই নিদর্শন অন্য সময়ে প্রকাশ পায় নাই। তার মধ্যে একটি হলো প্রতিশ্রুত মাহ্দীর সময়ে রমযান মাসের প্রথম তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হবে (অর্থাৎ, যে রাতগুলোতে চন্দ্রগ্রহণ হতে পারে তার মধ্যে প্রথম রাতে) এবং সূর্যগ্রহণ হইবে মধ্য দিনে। (অর্থাৎ, যে

দিনগুলোতে সূর্যগ্রহণ হতে পারে তার মধ্যম দিনে)।” [দারকুৎনি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮]

আহ্মদীয়া জামা'তের বইপত্রে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের তারিখ হিসেবে যথাক্রমে ইসলামী পঞ্জিকার [চান্দ্র মাসের] ১৩, ১৪, ১৫ এবং ২৭, ২৮, ২৯ তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু Dr David McNaughton বলছেন, চন্দ্রগ্রহণ হতে পারে চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে আর সূর্যগ্রহণ হতে পারে ২৮ ও ২৯ তারিখে। আর বিশেষ পরিস্থিতিতে ২৭ তারিখে সূর্যগ্রহণ হতে পারে। এভাবে বিশেষ পরিস্থিতিতে চন্দ্রগ্রহণও হতে পারে চান্দ্র মাসের ১২ তারিখে। তাই চান্দ্র মাসে গ্রহণের তারিখগুলো হতে পারে ১৩, ১৪, ১৫ এবং ২৮, ২৯ অথবা ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ২৭, ২৮, ২৯ তারিখ।

১২ তারিখে চন্দ্রগ্রহণের সম্ভাবনার কথা খুব সম্ভবতঃ এই লেখকই সর্বপ্রথম বললেন। অপরপক্ষে, দীর্ঘ দিনের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, চান্দ্র মাসের ২৭ তারিখে সূর্যগ্রহণ হতে পারে, হওয়া সম্ভবপর। আমি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের উল্লেখ করবো যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, সূর্যগ্রহণের সম্ভাব্য তারিখগুলোর মধ্যে ২৭ তারিখও আছে।

নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ১২৭১ হিজরীতে ফার্সি ভাষায় **‘হুজাজুল কিরামা’** বইটি লিখেছেন। বইটির ৩৪৪ পৃষ্ঠায় জ্যোতির্বিদদের বরাতে বলা হয়েছে, ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখ ছাড়া অন্য কোনো তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হয় না। এভাবে আরো বলা হয়েছে, ২৭, ২৮ এবং ২৯ তারিখ ছাড়া অন্য কোনো তারিখে সূর্যগ্রহণ হয় না।

অতীতের বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ নিয়ে গবেষণা করেছেন প্রফেসর F. Richard Stephenson। তার Historical Eclipses and Earth's Rotation (Cambridge University

Press 1997) বইয়ের ৪৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন:

"In the Islamic calendar, lunar eclipses consistently take place on or about the 14th day of the month and solar eclipses around the 28th day"

অর্থাৎ, ইসলামী বর্ষপঞ্জী অনুসারে প্রায় সবসময়ই দেখা গেছে যে, চান্দ্র মাসের ১৪ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং একই মাসের ২৮ তারিখে সূর্যগ্রহণ হয়।

তাই, হাদিসে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীটির পরিপূর্ণতার ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, দাবিকারকের যুগে অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যায় গ্রহণের তারিখ হিসেবে চন্দ্রগ্রহণের জন্য ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ এবং সূর্যগ্রহণের জন্য ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখের উল্লেখ করাটা পুরোপুরিই যৌক্তিক। এই ভবিষ্যদ্বাণীটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশ্রুত ঐশী সংস্কারককে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে সহায়তা করা। আর ভবিষ্যদ্বাণীটি এই কাজে অত্যন্ত ফলপ্রসু প্রমাণিত হয়েছে।

এটাও স্মরণে রাখতে হবে, আল্লাহ্‌ তা'লার পক্ষ থেকে ঐশী বাণী লাভের মাধ্যমে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) দাবি করেছেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি তার দাবির সমর্থনেই পরিপূর্ণতা লাভ করে নিদর্শন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তিনি কসম করে বলেন যে, তিনিই মসীহ্‌ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী।

আমাদের বর্তমান জ্ঞানের ভিত্তিতে এই হাদিসটি বোঝার জন্য আমাদের খেয়াল করা দরকার যে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মাঝে ১৩.৯ (তের দশমিক নয়) দিন থেকে ১৫.৬ (পনের দশমিক ছয়) দিন সময়ের ব্যবধান থাকে। এ কথা বলেছেন Dr David McNaughton। তাই

চান্দ্র মাসের ১২ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হলে সেই মাসের ২৮ তারিখে সূর্যগ্রহণ হতে পারে না। কারণ, এর ফলে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মাঝে ব্যবধান ১৫.৬ দিনের বেশি হয়ে যায়। হাদিসটিতে সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে যদি কোনো শর্তের উল্লেখ না থাকতো, তাহলে চন্দ্রগ্রহণের জন্য প্রথম দিন হিসেবে ১২ তারিখকে বিবেচনা করা যেত। কিন্তু যেহেতু সূর্যগ্রহণের তারিখ পরিষ্কারভাবে হাদিসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে চন্দ্রগ্রহণের জন্য প্রথম রাত্রির অর্থ করতে হবে সর্বজনবিদিত তিনটি রাত্রির মাঝে প্রথম রাতটিকে, অর্থাৎ ১৩ তারিখকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হাদিসটির আরো একটি ব্যাখ্যা করেছেন যা খুবই সহজ-সরল ব্যাখ্যা কিন্তু অত্যন্ত আলোকোজ্জ্বল ব্যাখ্যা। তিনি তাঁর পুস্তক নূরুল হক-এর দ্বিতীয় খণ্ডে লেখেন:

“দারকুৎনি এটা লিখেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ বিন আলী বর্ণনা করেছেন, আমাদের মাহ্দীর জন্য দুটি নিদর্শন যা আগে কখনো প্রদর্শিত হয় নি। অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর অন্য কোনো লোকের জন্য এই নিদর্শন দেখানো হয় নি। নিদর্শন দুটি হলো, চন্দ্রগ্রহণ শুরু হবে রমযান মাসে রাত্রির প্রথম ভাগে এবং সূর্যগ্রহণ হবে মাসের বাকি অর্ধেক সময়ে।” [রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৬]

প্রফেসর জি. এম. বল্লভ এবং আমি, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে বছরগুলোতে একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ হয়েছে সেই বছরগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলাম। আমরা দেখেছি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে ১০৯ বার। এগুলোর মধ্যে মাত্র ৭ জোড়া গ্রহণ কাদিয়ান থেকে দৃশ্যমান ছিল। আর শুধুমাত্র ১৮৯৪ সালের গ্রহণে রমযান মাসে রাত্রির প্রথম ভাগে চন্দ্রগ্রহণ শুরু

হয়। কাদিয়ানে সূর্যাস্ত হয়েছিল ১৮:৪১ [সন্ধ্যা ৬টা ৪১ মিনিট]-এ। আর চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয়েছিল ১৮:৫৬ [সন্ধ্যা ৬ টা ৫৬ মিনিট]- এ। (রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স, ভলিউম ৮৯, ৯ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃষ্ঠা: ৪৭)

এই ভবিষ্যদ্বাণীটি কীভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ পড়তে আমার "The Advent of the Promised Messiah as vindicated by the Signs of the Lunar and Solar Eclipses" [Review of Religions, Vol. 84, No 11, November 1989, pages 3 to 24] প্রবন্ধটি দেখুন। আর এ সম্পর্কিত কিছু আপত্তির জবাব জানতে দেখুন "The Truth about Eclipses" [Review of Religions, Vol. 94, Nos. 5 and 6, May and June 1999]

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা আল কুরআনে বলেছেন:

"তিনি (আল্লাহ্) অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, অতএব তিনি কাহারও উপর অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না, কিন্তু এমন রসূল ছাড়া, যাহাকে তিনি মনোনীত করেন।" [আল্ জিন্ন, ৭২: ২৭-২৮]

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের এই অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীটির পরিপূর্ণতার মাধ্যমে এই যুগে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লাহ্ আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

প্রতিশ্রুত চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ বিষয়ক কিছু আপত্তির জবাব

যুক্তরাষ্ট্রের Idare Dawat-o-Irshad এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'Fraud of Eclipses' (গ্রহণসমূহ নিয়ে প্রতারণা) নামে একটি প্রবন্ধে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারিতার বেশ কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। এ গ্রহণগুলো প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

গ্রহণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীটি নিম্নোক্ত হাদিসে [মহানবী (সা.)-এর উক্তি] প্রদত্ত হয়েছে:

"আমাদের মাহ্‌দীর জন্য দুইটি নিদর্শন রয়েছে যেগুলো আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর কোনো সময়ে প্রকাশ পায় নি, এগুলো হলো, রমযান মাসের প্রথম রাতে (অর্থাৎ, চন্দ্রগ্রহণের জন্য নির্ধারিত রাতগুলোর প্রথম রাতে) চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং সূর্যগ্রহণ হবে এর মধ্যম দিবসে (অর্থাৎ, সূর্যগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনগুলোর মধ্যম দিনে), আর এ নিদর্শনগুলো আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর কখনো সংঘটিত হয় নি।" [দারকুৎনি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮]

হাদিসটির বঙ্গানুবাদে আমরা বন্ধনীর মধ্যে কিছু কথা সংযোজিত করেছি যেন হাদিসটির মর্মার্থ সহজে বোঝা যায়। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আরো আলোচনা করবো। লেখক প্রদত্ত রূহানী খাযায়েনের ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩- এর উদ্ধৃতিটিতে আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে হাদিসটির মর্মার্থ পেশ করা হয়েছে, আর কোনো বন্ধনী ব্যবহার করা হয় নি।

নতুন চাঁদ প্রথম দৃশ্যমান হওয়ার সময় থেকে যদি চান্দ্র মাসের হিসাব করা হয়, তাহলে যে তারিখগুলোতে চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হতে পারে সেগুলো হলো ১৩, ১৪ এবং ১৫ এবং যে তারিখগুলোতে সূর্যগ্রহণ

সংঘটিত হতে পারে সেগুলো হলো ২৭, ২৮ এবং ২৯ তারিখ। অতএব ভবিষ্যদ্বাণীটি দাবি করে যে ১৩ই রমযান চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৮শে রমযান সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হতে হবে।

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আ.) ঐশী সংস্কারক হিসেবে প্রথম প্রত্যাদেশমূলক ঐশী বাণী লাভ করেন ১৮৮২ সালে। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে তিনি নিজেকে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ (ধর্ম-সংস্কারক) ঘোষণা করেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহীর ভিত্তিতে ১৮৯১ সালে তিনি নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহ্দী হিসেবে দাবি করেন যাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সা.) করে গেছেন। তিনি দাবি করেন যে, মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধান দিতেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করেছেন। তবে তাঁর সমসাময়িক ধর্মীয় উলামা তাঁর দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তিনি বিরোধিতার এক ভয়াবহ তুফানের মুখোমুখি হন।

তখন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রমযান মাসের নির্ধারিত তারিখে কাদিয়ান থেকে দৃশ্যমান অবস্থায় গ্রহণদ্বয় সংঘটিত হয়। ২১ মার্চ, ১৮৯৪ (১৩ রমযান ১৩১১ হিজরী) সূর্যাস্তের পর চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয় এবং ৬ এপ্রিল, ১৮৯৪ (২৮ রমযান ১৩১১ হিজরী) শুক্রবার সকালে সূর্যগ্রহণ হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তখন তার 'নূরুল হক' (সত্যের আলো) বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে লেখেন। এতে তিনি (আ.) বলেন, এই গ্রহণ দুটি ছিল ঐশী নিদর্শন যা তার দাবির সমর্থনে প্রদর্শিত হয়েছে। বইটিতে তিনি এই গ্রহণ দু'টির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা এ নিদর্শনগুলোকে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ করে তোলে।

এই গ্রহণ সম্পর্কিত বিভিন্ন আপত্তি

'Fraud of Eclipses' প্রবন্ধটিতে নিম্নলিখিত আপত্তিগুলো উপস্থাপন করা হয়:

১. প্রথম আপত্তি: চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের নিদর্শন সম্পর্কিত দারকুৎনির হাদিসটি নির্ভরযোগ্য নয়।

প্রথম আপত্তির জবাব :

হাদিসটির নির্ভরযোগ্যতা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দ্বারা সমর্থিত:

ক. এই ভবিষ্যদ্বাণীর গোড়া পবিত্র কুরআনেই রয়েছে, কেননা চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণকে পবিত্র কুরআনে কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে আর আখেরী জমানাই প্রতিশ্রুত ঐশী সংস্কারকের আগমনেরও যুগ। পবিত্র কুরআনে আছে:

"সে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামতের দিন কখন হইবে?' অতএব যখন চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যাইবে এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে আর সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণে) একত্রিত করা হইবে, সেদিন মানুষ বলিবে, 'পালাইবার স্থান কোথায়'?" [আল কিয়ামা, ৭৫:৭-১১]

সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য ও চাঁদ একত্রিত হয় অর্থাৎ পৃথিবী থেকে তাকালে এই দুটিকে একই সরলরেখায় দেখা যায়। অতএব, "সূর্য এবং চন্দ্র উভয়কে একত্রিত করা হইবে" কথাটি দিয়ে সূর্যগ্রহণ বোঝানো হয়েছে। দারকুৎনির হাদিসটি এই ব্যাখ্যাকে সমর্থন করছে এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে মূল্যবান ও বিস্তারিত বর্ণনা করেছে।

খ. পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

"তিনি অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, অতএব তিনি কাহারও উপর অদৃশ্য

বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না, কিন্তু এমন রসূল ছাড়া, যাহাকে তিনি মনোনীত করেন।” [আল্ জিন্ন, ৭২:২৭-২৮]

এই ভবিষ্যদ্বাণীটির অনন্য প্রকৃতি এবং এর অসাধারণ পরিপূর্ণতাও এটি ইঙ্গিত করে যে, এর উৎস মহানবী (সা.)। হাদিসটিতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীটি যখন পূর্ণ হয়েছে তখন হাদিসটির বর্ণনাকারীদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ তাৎপর্য হারায়। মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ সম্পর্কে তাঁর **‘যামিমা আঞ্জামে আথম’** পুস্তকে [রূহানী খাযায়েন, ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৩৩-৩৩৪] আলোচনা করেছেন। ষষ্ঠ আপত্তির জবাব দেওয়ার সময় আমরা আবার এই বিষয়টিতে প্রত্যাবর্তন করবো। এই হাদিসটির বর্ণনাকারীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলোর জবাব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিয়েছেন তাঁর ‘তোহফায়ে গোলাড়ভিয়া’ পুস্তকে [রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৩]।

গ. হাদিসটির সংকলক হযরত আলী বিন উমর আল বাগদাদী আদ্ দারকুৎনি অত্যন্ত সম্মানিত ওলী ছিলেন আর হাদিস সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁর সম্পর্কে ইসলামী জগতের আরেকজন দিকপাল, দিল্লীর মুহাদ্দেস হযরত শাহ্ আব্দুল আজিজ তার **‘নওবাতুল ফিকর’** পুস্তকে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন:

“একবার ইমাম দারকুৎনি বলেছিলেন, ‘হে বাগদাদবাসী, আমার জীবদ্দশায় কোনো হাদিস বর্ণনাকারী কোন মিথ্যা বা ভুল বর্ণনা মহানবী (সা.)-এর প্রতি আরোপ করতে পারবে- এটা তোমরা চিন্তাও করো না’।” [নওবাতুল ফিকর, পাদটীকা, পৃষ্ঠা: ৫২]

ঘ. আলোচ্য প্রবন্ধটিতে এই হাদিসটির বর্ণনাকারী সত্যিই হযরত ইমাম বাকের ছিলেন কিনা সেটি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান সাহেবের **‘ইকতিরাবুস সায়াত’** পুস্তকে মুহাম্মদ বিন আলীকে হযরত ইমাম বাকের হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

[ইকতিরাবুস সায়াত, পৃষ্ঠা: ১০৬১]। বইটির সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাটির ফটোকপি ছাপা হয়েছে রাবওয়া, পাকিস্তান থেকে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত মুহাম্মদ আজম আকসির রচিত **'ইমাম মাহ্দীর আগমন- একটি মহান ঐশী নিদর্শন'** (উর্দু) পুস্তকের ৮৮ পৃষ্ঠায়। এ প্রসঙ্গে আরো লক্ষনীয় যে, আল্লামা শেখ শাহাবুদ্দিন ইবনে আল-হাজার আল-হাশিমী লিখেছেন:

"আহলে বায়েতের অন্যতম বুযুর্গ মুহাম্মদ বিন আলী বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম মাহ্দীর জন্য দুটি নিদর্শন হবে যা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে ইতোপূর্বে কখনোই মানবজাতিকে দেখানো হয় নি। এর একটি হলো রমযান মাসে প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ হবে।" [কিতাবুল ফতোয়া আল হাদিসীয়া, পৃষ্ঠা: ৩১, মিশর]

৬. শিয়া এবং সুন্নী উভয় ফির্কার হাদিস সংকলনগুলোতেই চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ বিষয়ক নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে। প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীরাও তাদের কিতাবাদিতে এই নিদর্শনগুলোর উল্লেখ করেছেন। এছাড়া, অন্যান্য ধর্মের বইপুস্তকেও প্রতিশ্রুত ঐশী সংস্কারকের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন:

Review of Religions, November 1989, The Advent of Imam Mahdi - A Great Heavenly Sign, (in Urdu); The Great Heavenly Sign of Eclipses of the Moon and the Sun, by Muneer Ahmed Khadim, Qadian 1994 (in Urdu); The Truth of Hadhrat Imam Mahdi as vindicated by the Signs of Solar and Lunar Eclipses by Saleh Mohammed Alladin, 1988, (in Urdu); Article entitled Fulfillment of Celestial Signs - Veracity of the Holy Prophet of Islam, by Anwar Mahmood Khan, Minaret, April-June 1994.

২. দ্বিতীয় আপত্তি: হাদিসটির অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। হাদিসে উল্লিখিত প্রথম ও মধ্যম শব্দগুলো দিয়ে ১৩ ও ২৮ তারিখ বোঝায় না। এর মানে হলো ১ ও ১৫ তারিখ।

দ্বিতীয় আপত্তির জবাব:

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে হাদিসটির অর্থ এভাবে করা হয়েছে যে, রমযান মাসের ১ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং ১৫ তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে। যদিও আপত্তিকারক নিজেই স্বীকার করেছেন, এটি জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে একেবারেই অসম্ভব। এভাবে হাদিসটির ব্যাখ্যা করা হলে, হাদিসটি অনর্থক প্রতিপন্ন হয়। যেমনটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, এই হাদিসটির উদ্দেশ্য এটি ছিল না যে, প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ মহাশ্চর্য কোনো ঘটনার কথা ব্যক্ত করা; বরং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইমাম মাহ্দীর সত্যতার মানদণ্ড হিসেবে এমন কোন শর্ত প্রদান করা যা অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। [যমীমা নযূলুল মসীহ্, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪১]

রমযান মাসের ১ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার ধারণাটিও খুবই অযৌক্তিক। প্রথম রাতের নতুন চাঁদ প্রায়শই অতি কষ্টে দৃষ্টিগোচর হয়। এই রাতে চন্দ্রগ্রহণ প্রত্যক্ষ করা খুব কঠিন হবে। এ প্রসঙ্গে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রথম রাতের চাঁদকে আরবিতে **'হেলাল'** বলা হয়, **'কমর'** বলা হয় না। কিন্তু হাদিসে **'কমর'** শব্দটি এসেছে, **'হেলাল'** নয়।

প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে, পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে (আর এটি সংঘটিত হয় শুধুমাত্র চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে)। এছাড়া সূর্যগ্রহণে পৃথিবী, সূর্য এবং চাঁদ একই সরল রেখায় অবস্থান করে, তখন চাঁদকে একেবারেই দেখা যায় না (আর এটি সংঘটিত হয় শুধুমাত্র চান্দ্রমাসের ২৭, ২৮ এবং ২৯ তারিখে)। অতএব, হাদিসে উল্লিখিত

বর্ণনা অনুসারে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার কথা চন্দ্রগ্রহণের জন্য নির্ধারিত তারিখগুলোর প্রথম রাত্রিতে অর্থাৎ ১৩ তারিখে আর সূর্যগ্রহণ হওয়ার কথা সূর্যগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনগুলোর মধ্যম দিনে অর্থাৎ ২৮ তারিখে।

গ্রহণের এসব নিয়ম-কানুন ও বৈশিষ্ট্যগুলো শুধু বিজ্ঞানীরাই জানতেন তা নয়, বরং যারা বিজ্ঞানী নয়, সেরকম মানুষও এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তাই ভোপালের নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান তার **'হুজাজুল কিরামা'** পুস্তকে লিখেছেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে চন্দ্রগ্রহণ চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখ ছাড়া অন্য কোনো রাতে ঘটে না এবং সূর্যগ্রহণ ২৭, ২৮ এবং ২৯ তারিখ ছাড়া অন্য কোনো দিন সংঘটিত হয় না। [হুজাজুল কিরামা, পৃষ্ঠাঃ ৩৪৪]

৩. তৃতীয় আপত্তি: ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এবং ২৮ রমযানে গ্রহণ দুটি সংঘটিত হয় নি। বরং ১৪ এবং ২৯ রমযানে যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তাই আহ্‌মদীদের এই ব্যাখ্যাও কোনো কাজে আসেনি।

তৃতীয় আপত্তির জবাব:

তৃতীয় আপত্তি এই যে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ও ২৯ রমযান চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে এবং ১৩ ও ২৮ রমযান এই গ্রহণদ্বয় সংঘটিত হয় নি। এটি সঠিক নয়। চাঁদ দেখার ওপর রমযান মাস শুরু হওয়া নির্ভর করে। কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। কারণ, অনেক সময় আবহাওয়ার অবস্থার ওপরও নির্ভর করতে হয়। হিসাব-নিকাশ থেকে এতটুকু বোঝা গিয়েছিল, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যেতে পারে, যদি আবহাওয়া ভালো থাকে। কিন্তু আবহাওয়া ভালো ছিল না এবং

৯মার্চ কাদিয়ান থেকে চাঁদ দেখা গিয়েছিল। (দেখুন রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স, জুলাই ১৯৮৭)। ৮ মার্চ সূর্যাস্তের সময় চাঁদের বয়স ছিল ২২.৭ ঘণ্টা (বাইশ দশমিক সাত ঘণ্টা)। [রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪]

ড. মোহাম্মদ ইলিয়াস যেভাবে বলেছেন, রেকর্ডকৃত বিবরণের ভিত্তিতে বলা যায়, ২০ ঘণ্টার কম বয়সী চাঁদ দেখতে পাওয়া খুবই বিরল ঘটনা এবং ২৪ ঘণ্টার বেশি বয়সের চাঁদ দেখাটা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়, যদিও কখনো কখনো চাঁদ দেখা যাওয়ার জন্য চাঁদের বয়স ৩০ ঘণ্টার বেশি হওয়া আবশ্যক হয়। (Islamic Calendar, Times and Qibla, by Dr. Mohammad Ilyas, Berita Publishing SDN BHD, 22 Jalan Liku, Kuala Lumpur, 1984).

কাদিয়ান থেকে চন্দ্রগ্রহণ দেখা গিয়েছিল ২১ মার্চ সূর্যাস্তের পর। অর্থাৎ, এটি ছিল ১৩ রমযান যখন চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়। সূর্যগ্রহণ হয় ৬ এপ্রিল সকাল বেলা। অতএব সূর্যগ্রহণের সময় এটি ছিল ২৮ রমযান। মসীহ্ মাওউদ (আ.) বারবার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত তারিখ অনুসারেই চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে। দেখুন, নূরুল হক, দ্বিতীয় খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৯; যমীমা আঞ্জামে আথম, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৩৪। এমনকি আমাদের বিরুদ্ধবাদী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ মেমারও লিখেছেন যে, ১৩ এবং ২৮ রমযান তারিখে গ্রহণ দুটি দেখা গেছে।

৪. চতুর্থ আপত্তি: রমযান মাসের ১৩ এবং ২৮ তারিখে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ ইতোপূর্বে হাজার বার সংঘটিত হয়েছে। অথচ হাদিসে বলা হয়েছে এই ঘটনা এর আগে কখনো সংঘটিত হয় নি।

চতুর্থ আপত্তির জবাব:

চতুর্থ আপত্তি হিসেবে বলা হয়েছে রমযান মাসের ১৩ এবং ২৮ তারিখে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ ইতোপূর্বে হাজার বার সংঘটিত হয়েছে। অথচ হাদিসে বলা হয়েছে এই ঘটনা এর আগে কখনো সংঘটিত হয় নি।

এর জবাবে বলা যায়, হাদিসে এ কথা বলা হয় নি যে, এর আগে কখনো ১৩ এবং ২৮ রমযানে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয় নি। বলা হয়েছে, এ রকম গ্রহণ এর আগে কখনো নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপিত হয় নি। মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন :

"বিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত রমযান মাসে কতবার চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে সেটি নিয়ে আমরা চিন্তিত নই। আমাদের উদ্দেশ্য এতোটুকু উল্লেখ করা যে, এই বিশ্বে মানব সৃষ্টির পর থেকে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ নিদর্শন হিসেবে সংঘটিত হয়েছে শুধুমাত্র আমার যুগে, আমার জন্য। আমার আগে, এ রকমটি কখনো হয় নি যে, একদিকে কোনো ব্যক্তি নিজেকে মাহ্দী মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক) দাবি করেছেন আর তখন রমযান মাসে নির্ধারিত দিনক্ষণে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে এবং সেই দাবিকারক গ্রহণের এই ঘটনাকে তার দাবির সমর্থনে নিদর্শন হিসেবে পেশ করেছেন। দারকুৎনির এই হাদিস এটি আদৌ বলে না যে, এর আগে কখনো চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ হয় নি। বরং এটি পরিষ্কার ভাষায় বলে যে, এ ধরনের গ্রহণের ঘটনা নিদর্শন হিসেবে সংঘটিত হয় নি। কারণ, 'তাকূনা' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে যা স্ত্রী লিঙ্গ (মুয়ান্নাস)। এর মানে হলো এ ধরনের নিদর্শন আগে প্রকাশিত হয় নি। যদি এটা বোঝানো হতো যে, এ ধরনের গ্রহণ এর আগে কখনো সংঘটিত হয় নি, তাহলে 'ইয়াকূনা' শব্দটি ব্যবহৃত হতো, যেটি কিনা পুং লিঙ্গ (মুযাক্কার)। সেক্ষেত্রে 'তাকূনা' শব্দটি ব্যবহৃত হতোই না, কারণ এটি

স্ত্রী লিঙ্গ। এথেকে এটি পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই শব্দটি দিয়ে দুটি নিদর্শনকে নির্দেশ করা হচ্ছে, কারণ, নিদর্শন (বা আয়াত -অনুবাদক) শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গের। অতএব, কেউ যদি ভাবেন যে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ এর আগে বহুবার সংঘটিত হয়েছে, তবে তার দায়িত্ব সেই মাহ্দী দাবিকারককে চিহ্নিত করা যিনি চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণকে তার সমর্থনে নিদর্শন হিসেবে পেশ করেছেন। এই প্রমাণ নিশ্চিত ও চূড়ান্ত হতে হবে আর এটি তখনই সম্ভব হবে যদি দাবিকারকের একটি বই পেশ করা হয় যেটিতে যিনি নিজেকে মাহ্দী মাওউদ দাবি করেছেন তিনি লিখেছেন যে, রমযান মাসে যে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে তা দারকুৎনির সেই হাদিসের তারিখ অনুসারে হয়েছে এবং এটি তার সত্যতার নিদর্শন। সংক্ষেপে, আমরা শুধুমাত্র চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হওয়া নিয়ে মোটেও চিন্তিত নই, যদি তা হাজার বারও সংঘটিত হয়ে থাকে। নিদর্শন হিসেবে কোন দাবিকারকের সময়ে এটি সংঘটিত হয়েছে শুধুমাত্র একবার এবং হাদিসটির শুদ্ধতা ও সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে মাহ্দী দাবির সময়ে পূর্ণতার মধ্য দিয়ে।" [চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩২৯-৩৩০]

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, যদিও হাদিসে বর্ণিত তারিখ অনুসারে এর আগেও বহুবার চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে তবে সেসব ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট স্থান থেকে গ্রহণদ্বয় দেখা যাওয়াটা খুবই বিরল ঘটনা ছিল। পৃথিবী-পৃষ্ঠের প্রায় অর্ধেকেরও বেশি অঞ্চল থেকে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যেতে পারে কিন্তু সূর্যগ্রহণ খুব ছোট এলাকা থেকে দেখা যায়। এটা প্রায়ই ঘটে যে, অত্যন্ত জনবিরল এলাকা অথবা সমুদ্রের মাঝে থেকে সূর্যগ্রহণ দৃশ্যমান হয়। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ৬ এপ্রিলের সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যার মধ্যে ভারতও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাস্ট্রোনমি বিভাগে প্রফেসর জি. এম. বল্লভ ও আমি যে হিসাব কষেছি তাতে দেখা গেছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যুগ থেকে এ পর্যন্ত একই রমযান মাসে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে মোট ১০৯ বার। এর মধ্যে মাত্র তিনবার দুটি গ্রহণই নির্ধারিত তারিখে অর্থাৎ ১৩ ও ২৮ রমযানে কাদিয়ান থেকে দৃশ্যমান ছিল। তাই বলা যায়, সুনির্দিষ্ট তারিখে কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে গ্রহণ দেখা যাওয়ার বিষয়টি বেশ বিরল। (বিস্তারিত জানতে দেখুন: Review of Religions, London, June 1992 and September 1994)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মানুষের উচিত এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা যে, এ নিদর্শন তাঁর দেশে প্রকাশিত হয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তির সমর্থনে নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর কাছ থেকে খোদা তা'লার প্রজ্ঞা নিদর্শনটিকে পৃথক করে নি। ১৮৯৪ সালে কাদিয়ানে গ্রহণগুলো দেখা যাওয়ার পর এ সম্পর্কে তিনি (আ.) লেখেন:

"হে খোদার বান্দাগণ, তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো। তোমরা কি এটা মনে করো যে, মাহ্‌দী আরবের কোনো দেশে বা সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করবে আর তার নিদর্শন প্রকাশিত হবে আমাদের দেশে? তোমরা জানো যে, যে ব্যক্তির সমর্থনে নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর কাছ থেকে খোদা তা'লার প্রজ্ঞা নিদর্শনটিকে পৃথক করে না। তাহলে এটা কীভাবে সম্ভবপর যে, মাহ্‌দী আসবে পূর্ব অঞ্চলে আর নিদর্শন প্রদর্শিত হবে পশ্চিম অঞ্চলে? তোমাদের জন্য তো এতোটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত যদি তোমরা সত্যিকারের সত্যান্বেষী হও।" [নূরুল হক, দ্বিতীয় খণ্ড]

৫. পঞ্চম আপত্তি: অন্যান্য মাহ্‌দী দাবিকারকের যুগেও ১৩ ও ২৮ রমযানে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে।

পঞ্চম আপত্তির জবাব:

পঞ্চম আপত্তিটি হচ্ছে অন্যান্য মাহ্দী দাবিকারকের যুগেও রমযানের ১৩ ও ২৮ তারিখে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে। এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, দাবিকারকেরও অবশ্যই বলা উচিত ছিল যে, এই গ্রহণগুলো ঐশী নিদর্শন এবং এগুলো আমার জন্যই প্রদর্শিত হয়েছে।

আপত্তিকারক তার প্রবন্ধে লিখেছেন :

"এই নিদর্শনটি দাবিকারকের জন্মের আগে, জীবদ্দশায়, দাবি করার সময়, দাবির পরবর্তী সময়ে, অথবা মৃত্যুর সময় দেখানো হবে- এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। তাই, কাদিয়ানী (আহ্মদী) ব্যাখ্যার কোনো মূল্য নেই।"

এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মূল্যবান দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন :

"হাদিসে এটা বলা হয় নি যে, মাহ্দীর আবির্ভাবের আগে রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে। কারণ, সেক্ষেত্রে এটি সম্ভবপর ছিল যে, রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হওয়া দেখে কোনো মিথ্যা দাবিকারকও নিজেকে প্রতিশ্রুত মাহ্দী দাবি করতে পারতো। আর এভাবে বিষয়টি দ্ব্যর্থক হয়ে যায়। যেহেতু গ্রহণের পর দাবি করাটা সহজ। চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের পর যদি একাধিক দাবিকারক উপস্থিত হয়, তবে এটি স্পষ্ট যে, এই গ্রহণদ্বয় কারো সত্যতার প্রমাণ হিসেবে কাজে আসবে না।" (আনোয়ারুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮)

"প্রাচীনকাল থেকে এটা আল্লাহ্র রীতি যে, ঐশী নিদর্শন তখনই প্রদর্শিত হয় যখন আল্লাহ্র প্রেরিত ব্যক্তিদেরকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা হয় এবং তাদেরকে ভণ্ড বলা হয়।" (তোহফায়ে গোলড়ভিয়া,

রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪২)

প্রফেসর জি. এম. বল্লভ ও আমি এর আগে অন্য ২৫ জন মাহ্‌দী দাবিকারকের যুগে রমযান মাসে সংঘটিত গ্রহণগুলোর তারিখ নিয়ে গবেষণা করে দেখেছি। এ তারিখগুলো পর্যবেক্ষণের স্থানের উপর নির্ভর করে। আমরা দাবিকারকদের এলাকা অনুসারে তারিখ নির্ধারণ করেছি। আমরা দেখেছি যে, কোনো দাবিকারক সম্পর্কেই আমরা সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, দাবি করার পর তাদের জীবদ্দশায়, তাদের নিজ অঞ্চল থেকে একই রমযান মাসের ১৩ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৮ তারিখে সূর্যগ্রহণ দেখা গেছে। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ১২ জুন ১৯৯৮। এছাড়া, আমাদের কাছে এমন কোনো দাবিকারকের সন্ধান নেই যিনি তার দাবির সমর্থনে এই চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণকে পেশ করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক সালেহ বিন তারিফ, মির্যা আলী মুহাম্মদ বাব, হুসেইন আলী বাহাউল্লাহ্, মাহ্‌দী সুদানি এবং ড. আলেকজান্ডার ডুই -এর নাম উল্লেখ করেছেন। লেখক লিখেছেন যে, এই ব্যক্তিরাও তাদের দাবির সমর্থনে গ্রহণের নিদর্শন দাবি করতে পারতেন, কিন্তু তাদের কারো লেখা থেকেই এ সম্পর্কিত কোনো দাবির প্রমাণ তিনি দেন নি।

উল্লিখিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাদের হিসাব-নিকাষের ভিত্তিতে আমরা নিম্নে মন্তব্যগুলো করছি:

১. সালেহ বিন তারিফ মাহ্‌দী দাবি করেছেন ১২৫ হিজরীতে এবং শাসন করেছেন ১৭৪ হিজরী পর্যন্ত। এই সময়ে (অর্থাৎ ১২৫-১৭৪ হিজরী) একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে ১২৬ হিজরীতে (৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে), ১২৭ হিজরীতে (৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে), ১৭০ হিজরীতে (৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে) এবং ১৭১ হিজরীতে (৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে)।

দাবিকারকের অবস্থানস্থল মরক্কোর কথা মাথায় রেখে রমযান মাসে সংঘটিত গ্রহণ দুটির কথা আমরা বিবেচনা করেছি। আমরা দেখলাম, উক্ত বছরগুলোতে সংঘটিত কোনো সূর্যগ্রহণই মরক্কো থেকে দেখা যায় নি। চন্দ্রগ্রহণ দেখা গেছে ৭৪৫, ৭৬৬, ৭৮৭ এবং ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে।

২. মির্যা আলী মুহাম্মদ বাব ১২৬৪ হিজরীতে (১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে) মাহ্দী দাবি করেছেন এবং তাকে হত্যা করা হয় ২৮ শাবান, ১২৬৬ হিজরী (৯ জুলাই, ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে)। এই সময়কালে (অর্থাৎ ১৮৪৮-১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে), পৃথিবীর কোথাও রমযান মাসে কোনো চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয় নি।

৩. হুসেইন আলী বাহাউল্লাহ্ মাহ্দী দাবি করেন নি। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র বিকাশস্থল দাবি করেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে তিনি মারা যান (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা)। ১৮৬৭-১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে কোনো বছরেই একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয় নি যা ইরান থেকে দৃশ্যমান হয়েছে। ১২৮৯ হিজরীতে (১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে) রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য উভয় গ্রহণই সংঘটিত হয়েছে। তবে, এগুলোর একটিও ইরান থেকে দৃশ্যমান হয় নি। ১২৯০ হিজরীতে (১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে) রমযান মাসে উভয় গ্রহণই সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু, সূর্যগ্রহণটি ইরান থেকে দেখা যায়নি আর চন্দ্রগ্রহণটি ইরান থেকে দেখা গেছে তবে তারিখটি ছিল ১৪ই রমযান।

৪. সুদানের মোহাম্মদ আহ্মদ ১২৯৮ হিজরীতে (১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে) মাহ্দী দাবি করেন এবং ৯ রমযান ১৩০২ হিজরীতে (২২ জুন ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৮১-১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে পৃথিবীর কোথাও রমযান মাসে চন্দ্র কিংবা সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয় নি।

৫. ড. আলেকজান্ডার ডুই মাহ্দী দাবি করেন নি। তিনি ইসলামের

শত্রু ছিলেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেকে মসীহ-এর অগ্রদূত দাবি করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। ১৯০৩-১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে পৃথিবীর কোথাও রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয় নি।

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত ১৯৯৪ সালে মহানবী (সা.)-এর চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীটির পরিপূর্ণতার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। ৩১ জুলাই ১৯৯৪ জামা'তের [তৎকালীন] ইমাম (খলিফা) হযরত মির্যা তাহের আহ্মদ যুক্তরাজ্যে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত সুমহান ভবিষ্যদ্বাণী এবং এর আক্ষরিক পরিপূর্ণতা লাভের ওপর এক আলোকিত ও প্রাঞ্জল বক্তৃতা করেন। তার এই বক্তৃতা সমগ্র বিশ্বে সম্প্রচারিত হয়।

বক্তৃতায় তিনি (রহ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীটির নিম্নলিখিত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন :

১. চন্দ্রগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট রাতগুলোর মধ্যে প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হতে হবে।

২. সূর্যগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট দিনগুলোর মধ্যে মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ হতে হবে।

৩. এই গ্রহণ দুটি রমযান মাসে সংঘটিত হতে হবে।

৪. গ্রহণ দুটি সংঘটিত হওয়ার আগেই মাহ্দী দাবি করতে হবে। কারণ, এটা খুবই সম্ভব যে, গ্রহণদ্বয় সংঘটিত হওয়ার পর অনেকেই এগুলোকে নিজেদের পক্ষে দাবি করতে পারে এবং এর ফলে সঠিক ব্যক্তিকে শনাক্ত করাও সম্ভব হবে না।

৫. দাবিকারককেও এ নিদর্শন সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং তাঁর ঘোষণা করা উচিত হবে যে, আমিই সেই ইমাম মাহ্দী যার জন্য এই ঐশী নিদর্শনগুলো প্রকাশিত হয়েছে।

হযরত মির্যা তাহের আহ্মদ (রহ.) বলেছেন, (এ সংক্রান্ত) সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করেও আমরা সত্য ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আ.) ছাড়া এমন কোনো মাহ্দী দাবিকারকের সন্ধান পাই নি যিনি চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণকে নিজের দাবির সমর্থনে ঐশী নিদর্শন হিসেবে পেশ করেছেন।

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ঘোষণাসমূহ

একদিকে যেখানে আমরা অন্য কোনো দাবিকারকের রচনাবলীতে চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের ঐশী নিদর্শনের ন্যূনতম ইশারা-ইঙ্গিতও পাই না, অপর দিকে আমরা দেখি যে, হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আ.) বারবার অত্যন্ত জোরালোভাবে ঘোষণা করেছেন যে, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ ঐশী নিদর্শন হিসেবে তার দাবির সমর্থনে ঐশী নিদর্শন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তার লেখনী থেকে তিনটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো :

"কেবলমাত্র আমার যুগেই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হইয়াছে; আমার যুগেই মহানবী (সা.)-এর সহীহ হাদিস, পবিত্র কুরআন ও পূর্বের কিতাবসমূহ অনুযায়ী দেশে প্লেগ আসিয়াছে; আর আমার যুগেই নতুন বাহন, অর্থাৎ রেলগাড়ীর প্রবর্তন হইয়াছে; আর আমার যুগেই আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ভয়ঙ্কর ভীতি-প্রদ ভূমিকম্প আসিয়াছে। তাহা হইলে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন না করা কি তাকওয়ার দাবি ছিল না? দেখ, আমি খোদা তা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, আমার সত্যায়নে হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে ও ভবিষ্যতে হইতে থাকিবে। যদি ইহা মানুষের

পরিকল্পনা হইত তবে তাঁহার এতখানি সাহায্য ও সমর্থন কখনো পাওয়া যাইত না।” [হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা: ৪৫ (বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৪০), রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮]

তিনি আবারো বলেন:

“আমি আবারো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং আমিই সেই ব্যক্তি যার প্রতিশ্রুতি নবীগণ দিয়ে গেছেন। আমার সম্পর্কে এবং আমার যুগ সম্পর্কে তৌরাত, ইঞ্জিল এবং পবিত্র কুরআনে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আকাশে গ্রহণ সংঘটিত হবে এবং পৃথিবীতে ভয়াবহ প্লেগের প্রাদুর্ভাব হবে।” [দাফেউল বালা, পৃষ্ঠা: ১৮, রূহানী খাযায়েন, ১৮তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৮]

তিনি আরো বলেন:

“আমি সেই আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তিনি আকাশে এই নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন আমার সত্যতার সমর্থনে। আর তিনি এটি সেই সময়ে ঘটিয়েছেন যখন মৌলবিরা আমাকে দাজ্জাল, মহা মিথ্যুক, ভণ্ড এবং এমনকি সবচেয়ে বড় প্রবঞ্চকও বলছিল। এটি সেই নিদর্শন যার সম্পর্কে বিশ বছর আগে আমাকে বারাহীনে আহ্‌মদীয়ায় ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। যেমন, তুমি বলে দাও, আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য রয়েছে, তোমরা কি এটা বিশ্বাস করবে, নাকি করবে না? তুমি বলে দাও, আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য রয়েছে, তোমরা কি এটা গ্রহণ করবে, নাকি করবে না? এটা মনে রাখা দরকার, আমার দাবির সত্যতা প্রতিপাদনে যদিও আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বহু সত্যতার নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে, শতাধিক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে লাখো ব্যক্তি যার সাক্ষী। কিন্তু এই ঐশী বাণীতে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ, আমাকে এমন

নিদর্শন প্রদান করা হবে যা ইতোপূর্বে আদমের যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আর কাউকে প্রদান করা হয় নি। বস্তুতঃ পবিত্র কা'বা শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, এই নিদর্শন ছিল আমার দাবির সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে।" [তোহফায়ে গোলড়ভিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪৩]

৬. ষষ্ঠ আপত্তি: হযরত আহ্‌মদ তার **'হাকীকাতুল মাহ্‌দী'** বইয়ে লিখেছেন, মাহ্‌দীর আগমন সংক্রান্ত সমস্ত হাদিসই অপ্রতিপাদনযোগ্য এবং এগুলোতে নির্ভর করা যায় না।

ষষ্ঠ আপত্তির জবাব:

'হাকীকাতুল মাহ্‌দী' (রূহানী খাযায়েন, ১৪তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২৯) থেকে লেখক যথাযথভাবে উদ্ধৃতিটি অনুবাদ করেন নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিজের ভাষা নিম্নরূপ :

এর বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ :

"মাহ্‌দী এবং মসীহ্ মাওউদ সম্পর্কে আমার ও আমার জামা'তের বিশ্বাস হলো এ ধরনের সকল হাদিস যেগুলোতে মাহ্‌দীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, সেগুলো প্রতিপাদনযোগ্য নয়, সেগুলোর ওপর নির্ভর করা যায় না।"

আপত্তিকারকের প্রবন্ধে "এ ধরনের" শব্দ দুটি নেই। এই উদ্ধৃতিটির পূর্বাপর বিষয় থেকে বোঝা যায়, মসীহ্ মাওউদ (আ.) (ধর্মীয়) সাহিত্যে এ ধরনের বিষয়ের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, মাহ্‌দী খ্রিস্টানদের হত্যা করবে এবং যারা এথেকে বেঁচে যাবে তারা শাসনকাজ চালাতে সমর্থ হবে না এবং তারা অসম্মানের সঙ্গে পালিয়ে যাবে। রূহানী খাযায়েনের একই খণ্ডের (১৪তম খণ্ড) ৪১৯ পৃষ্ঠায় **'আইয়ামুস সুলেহ'** পুস্তকে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, চন্দ্র ও

সূর্যগ্রহণের নিদর্শন সম্বলিত হাদিসটি নির্ভরযোগ্য। তিনি লেখেন:

"ঐ হাদিসটি পুরোপুরিই সঠিক এবং সেটি শুধু দারকুৎনিতে সংকলিত হয় নি বরং শিয়া ও সুন্নী মজহাবের অন্যান্য হাদিসের সংকলনেও স্থান পেয়েছে। এছাড়া হাদিস বিশারদদের কাছে এই মূলনীতিটি গৃহীত যে, যদি কোনো হাদিসে উল্লিখিত কোনো ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করে তবে, ইতোপূর্বে যদি সেটিকে তর্কের খাতিরে মিথ্যা হাদিসও বিবেচনা করা হয়, তারপরও এটিকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ্ এর সত্যতার সাক্ষ্য দান করেছেন। গায়েবের ওপর আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। আল্ কুরআন বলে, আল্লাহ্র বার্তাবাহকই পারে সঠিকভাবে কোনো গায়েবের সংবাদ দিতে, অন্যরা এই পর্যায়ের সম্মান রাখে না। এখানে বার্তাবাহকের মধ্যে রসূল, নবী, মুহাদ্দিস এবং মুজাদ্দিদ অন্তর্ভুক্ত।" [আইয়ামুস সুলেহ, রূহানী খাযায়েন, ১৪তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪১৯]

উপসংহার

প্রতিশ্রুত ঐশী সংস্কারক হযরত ইমাম মাহ্দীর জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক বর্ণিত চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানীর সত্তায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তিনি মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ সেবক ছিলেন এবং তাঁর ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু ইসলামের প্রচার এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র দিকে জগদ্বাসীকে আহ্বানের তার মহান মিশন এখনো তাঁর যোগ্য উত্তরসূরীদের মাধ্যমে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

আল্লাহ তা'লা জগদ্বাসীকে আমাদের মওলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ

(সা.)-এর এই মহামূল্যবান হাদিসটি শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে বিবেচনা করার তৌফিক দিন এবং এর মাধ্যমে সঠিক পথ লাভের সুযোগ করে দিন। অসাধারণ এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং এর গৌরবোজ্জ্বল পরিপূর্ণতা আমাদের নেতা ও প্রভু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা ও মাহাত্ম্যেরও প্রাঞ্জল সাক্ষ্য বহন করে। আল্‌হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক)।

....